493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/ 9433387953

www.facebook.com/alipur.barta.5

সাপ্তাহিক
আলিপুর বার্তা

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,৩৪ সংখ্যা, ৩০ জৈষ্ঠ্য–৫ আষাঢ়,১৪২১ঃ ১৪ জুন–২০ জুন,২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.34, 14 June-20 June, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া
ফোন (০৩৩) ২৬৪১–৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন প্রণবও

ওঙ্কার মিত্র

যাদের সঙ্গে বহুদিন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন, যাদের সুখে দুঃখে চিরকাল সাথী হয়েছেন তাদের অক্ষমতাই ধরা পড়েছে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের চোখে। কথায় আছে গ্রাউন্ড ভিউ আর টপ ভিউতে তফাত অনেক। মাটিতে দাঁড়ালে অনেক ত্রুটি–বিচ্যুতি ধরা পড়ে না, উপর থেকে তাকালে তার সবটাই পরিষ্কার দেখা যায়। ইউপিএ সরকারের নেতা–মন্ত্রী হয়ে প্রণবকে যে সরকারের দুর্বলতা ঢাকতে ঘাম ঝরাতে হত, রাষ্ট্রপতি হয়ে সেই সরকারের অকর্মণ্যতাই তাঁর সামনে ধরা পড়েছে। এইজন্যেই গত ৯ জুন সংসদের সেন্ট্রাল হলে যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন কার্যকর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম এমন একটি মজবুত ও স্থিতিশীল সরকারের প্রয়োজনীয়তা দেশে অনুভূত হচ্ছিল। শুধু তাই নয় ভাষণে তিনি বলেছেন প্রায় ৩০ বছর পর এই প্রথম কোনও রাজনৈতিক দল এককভাবে সুস্পষ্ট জনাদেশ পেয়েছে। ভোটদাতারা জাতপাত, আঞ্চলিকতা ও ধর্মের গণ্ডীকে অতিক্রম করে একজোট হয়ে সুপ্রশাসনের মাধ্যমে উন্নয়নকে বেছে নিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতিরূপে প্রণবের এই ভাষণ থেকে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে দেশের মানুষের সঙ্গে তিনিও উন্নয়নের জন্য স্থিতিশীল কার্যকর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম একটি মজবুত সরকার চাইছিলেন। তাঁর এই ইচ্ছা তিনি নির্বাচনের কয়েকমাস আগে প্রজাতন্ত্র দিবসের ভাষণে প্রকাশও করেছিলেন। পরিবর্তনের এই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে দেখে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতের জনগণকে। এর উল্লেখ করে তিনি ভাষণে বলেছেন, 'এ বছরের গোড়ায় আমার প্রজাতন্ত্র দিবসের ভাষণে আমি আশা প্রকাশ করেছিলাম যে পূর্ববর্তী বছরগুলির বিভক্ত ও বিবাদমান রাজনীতির অবসান যাতে ২০১৪ সালে সংগঠিত হয়। আজ এখানে দাঁড়িয়ে আমার সহনাগরিকদের প্রজ্ঞার প্রশংসা করছি। তাঁরা উদীয়মান ভারতে স্থিতিশীলতা, সদাচার ও উন্নয়নের পক্ষেই ভোট দিয়েছেন, যে ভারতে দুর্নীতির কোনও স্থান থাকবে না।' এই কথায় তিনি বিধেঁছেন পূর্ববর্তী সরকারের দুর্নীতিকেও। এরপর প্রণবের ভাষণে শুধুই উৎফুল্লতার সঙ্গে 'আমার সরকার'–এর কাজকর্মের ভবিষ্যৎ ছবি ফুটে উঠেছে। এমনকী যে কালো টাকা উদ্ধার নিয়ে প্রণবকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল তার উল্লেখও করেছেন তিনি। অর্থাৎ মোদির উত্থান নিয়ে যে অপপ্রচার হোক না কেন তাকে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি নিজেই।

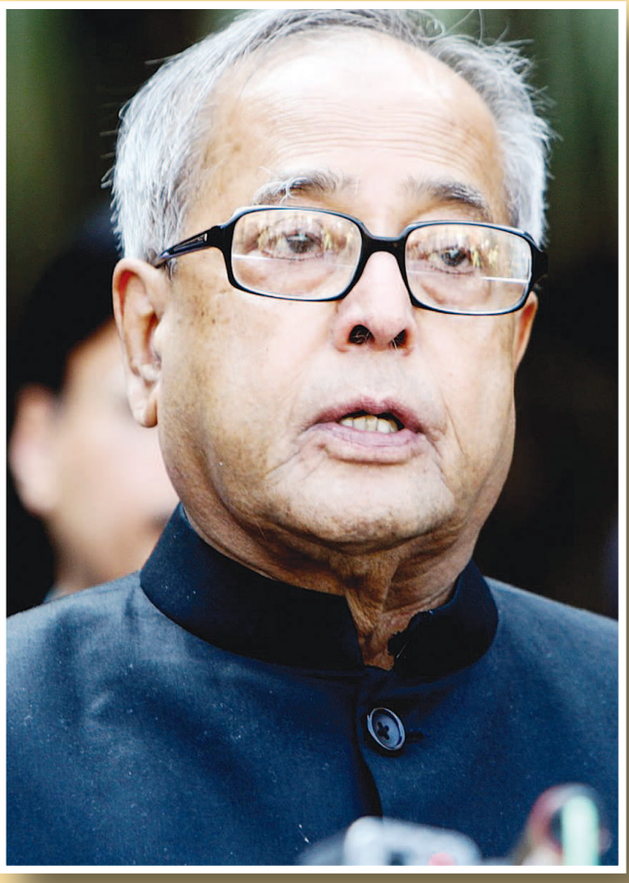

তিন শপথ

- এক ভারত – শ্রেষ্ঠ ভারত
- সবার সাথে, সবার বিকাশ
- ন্যূনতম সরকার সর্বাধিক শাসন

ভাষণ নামা

আমার সরকার

- দারিদ্রের অবসান ঘটবে
- সংস্কার করবে গণবন্টন ব্যবস্থার
- রোধ করবে মূল্যবৃদ্ধি
- জোর দেবে বিজ্ঞানসম্মত চাষ ও কৃষি প্রযুক্তির উপর
- গ্রহণ করবে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি
- শুরু করবে 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চন যোজনা'
- গঠন করবে জাতীয় ই–গ্রন্থাগার
- চালু করবে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিভা সন্ধান ব্যবস্থা
- রচনা করবে স্বাস্থ্য নীতি
- চালু করবে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' জল প্রকল্প
- উপজাতিদের জন্য চালু করবে 'বন বন্ধু কল্যাণ যোজনা'
- শুরু করবে মাদ্রাসা আধুনিকীকরণ প্রকল্প
- চালু করবে 'কন্যা বাঁচাও – কন্যা পড়াও'
- কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ফেরবে স্বভূমিতে
- সরকারি নথিপত্র জনসমক্ষে আনতে শুরু করবে ডিজিটাল পদ্ধতি
- উন্নত করবে তাঁত শিল্পীদের কাজের শর্তাবলী
- চালু করবে উচ্চগতি সম্পন্ন ট্রেনের হীরক চতুর্ভূজ প্রকল্প
- প্রণয়ন করবে সুসংবদ্ধ জাতীয় জ্বালানি নীতি
- কার্যকর করবে অসামরিক পরমাণু জ্বালানি চুক্তি
- গড়ে তুলবে একশটি মডেল শহর
- বাস্তুচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনের মাধ্যমে পত্তন করবে বনাঞ্চল
- গুরুত্বপূর্ণ জন এলাকাগুলিকে রূপান্তরিত করবে ওয়াইফাই জোনে
- কালো টাকা উদ্ধারে গঠন করেবে সিট
- ব্যবস্থা করবে জমে থাকা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির
- প্রয়াস নেবে পণ্য পরিষেবা কর চালু করার
- কর্মসংস্থান ও সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুমোদন দেবে এফডিআইকে
- কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিকে রূপান্তরিত করবে কেরিয়ার সেন্টারে
- গঠন করবে বিশ্বমানের বিনিয়োগ ও শিল্পোৎপাদন অঞ্চল
- সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস নেবে
- সন্ত্রাস রফতানির অপচেষ্টা বন্ধ করবে
- গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে সবরকম ব্যবস্থা নেবে
- চালু করবে জাতীয় ই–ভাষা
- গঠন করবে পঞ্চাশটি পর্যটন সার্কিট
- স্থাপন করবে বিশ্বমানের গবেষণা কেন্দ্র
- সাহায্য দেবে রাজ্য পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করতে
- আগামী জানুয়ারি মাসে উদযাপিত করবে প্রবাসী ভারতীয় দিবস

ভাষণে স্থান পেল না

- **পুলিশ সংস্কার:** যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ভাষণে সমাজের সকল স্তরের দেশবাসীকে ছুঁয়ে গিয়েছে নতুন সরকারের স্বপ্ন। কিন্তু অনেক আশা–আকাঙ্খা–পরিকল্পনার মাঝে রাষ্ট্রপতি এড়িয়ে গেলেন বহু দিনের দাবি পুলিশ সংস্কারের বিষয়। এ নিয়ে দেশে বিতর্কের শেষ নেই। সুপ্রিমকোর্ট নির্দিষ্ট করে পুলিশকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে বার করে নিরপেক্ষ সংস্থার কাছে দায়বদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। কিন্তু দলীয় স্বার্থে কোনও রাজনৈতিক দলই সে পথে হাঁটেনি। নিজেদের তাঁবেদার করে রেখেছে পুলিশকে। আগামী নতুন ভারতেও যে পুলিশ সরকারে থাকা দলের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকবে তা স্পষ্ট করে দিলেন রাষ্ট্রপতি, এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য না করে। অতএব পুলিশের সংস্কারেরর কোনও আশা নেই স্বপ্ন দেখানো মোদির ভারতেও।
- **প্রবীণ নাগরিক জীবন:** রাষ্ট্রপতি ভাষণে বাদ পড়ে গেল সমাজের একটা বড় অংশ – প্রবীণ নাগরিকরা। রাষ্ট্রপতি সব স্তরের মানুষের কথা বললেও একবারের জন্য উচ্চারণ করলেন না বিপুল সংখ্যক প্রবীণ নাগরিকদের সমস্যার কথা। বর্তমান ভারতে অসহনীয় সামাজিক ও মানসিক সমস্যায় ভুগছেন বৃদ্ধ–বৃদ্ধারা। তাঁদের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবারে বঞ্চনা বা আশ্রম জীবন। এ থেকে মুক্তি দিতে সরকার কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কিনা তা অগোচরেই থেকে গেল। রাষ্ট্রপতির নজরে পড়লেনই না এইসব হতভাগ্যরা।

জেলা শাসক থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েও

বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না ব্রতচারী গার্লস স্কুল

কুনাল মালিক • আলিপুর

দক্ষিণ শহরতলীর ঠাকুরপুকুর থানার অন্তর্গত জোকা ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম গার্লস হাইস্কুল দীর্ঘদিন ধরে নানা বঞ্চনার শিকার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক, জেলা সভাধিপতি, সর্বশিক্ষা মিশন প্রকল্প আধিকারিক থেকে শুরু করে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েও ওই বিদ্যালয়টি বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। ১৯৬৬ সালের ৫ জানুয়ারি সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় হিসেবে জোকা ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম গার্লস হাইস্কুল এবং ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম হাইস্কুল সৃষ্টি হয়েছিল একই জমিতে। মেয়েদের স্কুলটি প্রাথমিকভাবে অষ্টম মানের ছিল। ১৯৯৬ সালে দশম মানে উন্নীত হয়। সে সময় ২২ কাঠা জমি ও একটি অত্যন্ত বড় ও একটি ছোট মাপের ঘর মেয়েদের স্কুলের জন্য বরাদ্দ হয়। কিন্তু পঠন পাঠনের পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ না থাকায় ছেলেদের স্কুলেই সকাল সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত ক্লাস হচ্ছে। বাংলার ব্রতচারী সোসাইটি পরবর্তী সময়ে ৩ বিঘা জমি দান করে ওই গার্লস স্কুলকে। মেয়েদের পৃথক শ্রেণিকক্ষ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য জেলা সর্বশিক্ষা দফতরে বারবার আবেদন নিবেদন করেও ব্যর্থ হয়েছেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা। ২০০৩–২০০৪ সালে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্প থেকে ওই বিদ্যালয়েকে মাত্র দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘদিন ওই টাকা পরিচালন সমিতির যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক কৌশিক সাহার তৎপরতায় ওই টাকায় ঘর হয়। যা নিতান্তই অপ্রতুল। বর্তমানে মেয়েদের বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় জেরবার। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা উমা আচার্য্য জানালেন, 'একই স্কুলে ছেলে ও মেয়েদের দুটি পৃথক স্কুল চালানোর ফলে বেশ কিছু সমস্যা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার নেই। ফলে ছেলেদের শৌচাগারই ব্যবহার করতে বাধ্য হয় মেয়েরা। শ্রেণিকক্ষগুলোতে বৈদ্যুতিক পাখা থাকলেও মেয়েরা তার সুবিধা পায় না। কারণ, বিদ্যুতের মেন সুইচটি দিবা বিভাগ কর্তৃপক্ষের হাতে থাকে। মেয়েদের স্কুল চলাকালে তারা সুইচটি অফ রাখে। এই প্রচণ্ড গরমে মেয়েরা প্রতিদিনই অসুস্থ হয়ে পড়লেও, তাদের জন্য পাখার ব্যবস্থা করা যায়নি।'

অথচ ২০১৩ সালে গার্লস স্কুল যে জমি ব্রতচারী সোসাইটির থেকে পেয়েছে, তার বৈধ রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে। সর্বশিক্ষা মিশন থেকে প্রয়োজনীয় সুযোগ আছে ঘর নির্মাণের। শৌচাগারসহ পৃথক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই মুহূর্তে ১৫টি ঘর নির্মাণের প্রয়োজন আছে, তা না হলে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাতশ মেয়েদের পঠনপাঠন চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু সর্বশিক্ষা মিশনের প্রকল্প আধিকারিক নানা অজুহাতে স্কুলের নায্য দাবি খারিজ করে দিচ্ছেন।

প্রধান শিক্ষিকা ক্ষোভের সঙ্গে জানান, 'এই বিষয়টি জেলা সভাধিপতি, জেলাশাসক, ডিআই, সর্বশিক্ষা মিশনের প্রকল্প আধিকারিক এমনকী মুখ্যমন্ত্রীকেও লিখিতভাবে জানিয়েছি, কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে না। আগে যখন জমির রেজিস্ট্রেশন ছিল না তখন সর্বশিক্ষা মিশনের আধিকারিক বলতেন জমির সমস্যা আছে। এখন যখন সে সমস্যা মিটেছে, এখন বলছেন টাকা নেই। আমরা সত্যিই বিস্মিত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যখন মেয়েদের সমস্যা দূর করার জন্য 'কন্যাশ্রী'র মতো যুগান্তকারী প্রকল্প রূপায়ন করেছেন, সেখানে সরকারি আমলারা এরকম বৈষম্যমূলক অমানবিক আচরন করবেন কেন?'

এই প্রসঙ্গে জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, 'বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণের ব্যাপারটি সর্বশিক্ষা মিশন দেখে। তবে বিদ্যালয়ে টয়লেট নির্মাণের ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য দফতর গ্র্যান্ট দিয়ে থাকে। আমার কাছে ওই বিদ্যালয়ের কেউ আবেদন করেননি। করলে নিশ্চয় মানবিকভাবেই বিষয়টা দেখব।' এই প্রসঙ্গে জেলার সর্বশিক্ষা মিশনের প্রকল্প আধিকারিক সুজিত মাইতি বলেন, 'আগে ওই বিদ্যালয়ের জমি সংক্রান্ত সমস্যা ছিল। এখন সেটা মিটে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই আমরা ঘর নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করব।' আমরাও আশায় থাকলাম প্রকল্প আধিকারিকের 'খুব শীঘ্র' কতদিনে ফলপ্রসু হয় তা দেখার জন্য।

শৌচাগারহীন অসহনীয় অবস্থায় ছাত্রীরা

শক্তিপদ রাজগুরু চলে গেলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু ৯২ বছর বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ।

অসংখ্য জনপ্রিয় বাংলা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য তাঁর হাতের সৃষ্টি। মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। আলিপুর বার্তার সঙ্গে ছিল শক্তিপদ রাজগুরু বা আমাদের শক্তিদার নিবিড় সম্পর্ক।

এরপর দু'য়ের পাতায়

অবশেষে শিকে ছিঁড়তে চলেছে ক্যানিং–এর ভাগ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: পুরসভা হিসেবে অনেক আগেই আত্মপ্রকাশ করার কথা ছিল ক্যানিং–এর। কিন্তু রাজনৈতিক গেরো কাটিয়ে তা আর হয়ে ওঠেনি। গত বৃহস্পতিবার পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী নতুন ২১টি পুরসভার মধ্যে ক্যানিং–এর নাম ঘোষণা করায় ফের আশা জেগেছে মানুষের মনে।

ব্রিটিশ আমলের প্রাচীন জনপদ ক্যানিং। সেসময় অনেককে ছাপিয়ে উন্নয়নে সমৃদ্ধ হয়েছিল বিপুল সম্ভাবনাময় মাতলার ধারে অবস্থিত ক্যানিং। ব্যবসার খাতিরেই ইংরেজদের কাছে ক্যানিং হয়ে উঠেছিল জনপ্রিয় শহর। পুরসভা হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছিল ক্যানিং। ভরে উঠেছিল শহরের সুযোগ সুবিধা ও পরিকাঠামোয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর কোনও এক জাদুকাঠির ছোঁয়ায় বাঘ হয়ে গেল ইঁদুর। পুর এলাকা ক্যানিং হয়ে গেল পঞ্চায়েত। সেই থেকেই ক্যানিংবাসীর আশা পুরবাসী হওয়ার। কিন্তু শুধুই টালবাহানা আর নেতাদের প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই মেলেনি। এমনকী ২০০৬ সালে বামফ্রন্টের জমানায় মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত হয় ক্যানিংকে পুরসভা করার। ফের সেই জাদুকাঠির খেলা। সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও পুরসভা হল না ক্যানিং।

লর্ড ক্যানিং–এর এই বাড়িতেই চলত পুরানো পুরসভার কার্যালয়

গত ২৬ মে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী কিছু পুর এলাকার পুনর্বিন্যাসের ঘোষণা যখন করলেন তাতেও ব্রাত্য ছিল ক্যানিং। কলম ধরে আলিপুর বার্তা। গত ৩১ মে'র আলিপুর বার্তায় ফের তুলে ধরা হয় ক্যানিং–এর বঞ্চনার দীর্ঘ কাহিনী। তার ১১ দিন পর পুরমন্ত্রী ঘোষণা করলেন নতুন পুরসভা হিসেবে ক্যানিং–এর নাম। ফের আশা জেগেছে ক্যানিংবাসীর মনে। তবে অনেকের মতে না আঁচালে বিশ্বাস নেই। অর্থাৎ যতক্ষণ না চালু হচ্ছে ততক্ষণ ভরসা পাচ্ছেন না বারবার আশা ভঙ্গের ক্যানিং। ক্যানিং–এর সঙ্গে আরও এক পুরসভা পেতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। নতুন পুরসভার তালিকায় রয়েছে কাকদ্বীপের নামও। আশায় বুক বাঁধছেন কাকদ্বীপের মানুষও। পুরমন্ত্রীর ঘোষণা কার্যকর হলে বহুদিনের একটি বঞ্চনার অবসান হবে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

গত ৩১ মে'র আলিপুর বার্তায় ফের তুলে ধরা হয় ক্যানিং–এর বঞ্চনার দীর্ঘ কাহিনী। তার ১১ দিন পর পুরমন্ত্রী ঘোষণা করলেন নতুন পুরসভা হিসেবে ক্যানিং–এর নাম।

পিতৃদিবস: শ্রদ্ধা ও সম্মানের চেতনাবোধ জাগাবার দিন

সৌমিতা চৌধুরী

সৃষ্টির আদি লগ্নে মানুষ আগুন জ্বালাতে পর্যন্ত পারত না, আর আজকে তার সৃষ্টি বদলে দিচ্ছে বিশ্বকে। গড়ানো গাছের গুঁড়ির চাকার জায়গায় আজ মেট্রো রেল। আশেপাশের সবকিছু বদলে গিয়েছে, যাবে। কিন্তু একটা জিনিস কখনও বদলাবে না। সেটি হল বাবা–মা। তারা পাশে ছিলেন, আছেন ও ভবিষ্যতেও থাকবেন। তাঁদের সম্মান জানানোর ভাবনা থেকেই জন্ম নিয়েছে মাতৃ দিবস, পিতৃ দিবসের মতো দিন। মাতৃ দিবসের সঙ্গে মানুষ বেশি পরিচিত হলেও বর্তমানে পিতৃ দিবস বিষয়টির সঙ্গেও মানুষের পরিচয় ঘটেছে।

পিতৃ দিবস, পিতৃত্বকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর একটি বিশেষ দিন। বিশ্বব্যাপী সকল সন্তানরা তাদের পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এই দিনটি সমগ্র পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পালন করার ঐতিহ্য চলে আসছে। বর্তমানে অনেক স্কুল, সাংস্কৃতিক সমাজ ও বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটি পালন করা হয়।

কিন্তু একটা জিনিস কখনও বদলাবে না। সেটি হল বাবা–মা। তারা পাশে ছিলেন, আছেন ও ভবিষ্যতেও থাকবেন।

প্রায় এক দশক আগে ১৯১০ সালের ১৯ জুন ওয়াশিংটন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)–এ প্রথম শুরু হয় পিতৃ দিবস উদযাপন। মূলত মাতৃদিবস, যা মাতৃত্বকে সম্মান জানাতে পালিত হয়, তার পূরক হিসেবেই প্রথম পিতৃ দিবস উদযাপিত হয়।

এরপর দু'য়ের পাতায়

সংস্কারমুখী অর্থনীতির মধ্য দিয়ে নতুন ভারত গড়ার লক্ষ্যে মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি: উন্নয়ন যে নরেন্দ্র মোদি সরকারের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সোমবার সংসদ খোলামাত্র রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সরকারের যে বিষয়গুলিকে উত্থাপন করেছেন, তাতে যেভাবেই হোক অর্থনীতির উন্নয়নের ধারাকে নজর দেওয়া হয়েছে। ৫ শতাংশের তলায় উন্নয়নের হার বজায় থাকায় বিগত সরকারের আমলে শিল্প, কৃষি কোনওকিছুই সেভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি। তাই বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশকে স্বনির্ভর করতে যে বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন তার মধ্যে দারিদ্র দূরীকরণ, মূল্যবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা, কৃষি উন্নয়ন এবং কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ককে জোরদার করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সরকারি পরিষেবাকে আরও বেশি স্বচ্ছ করে তুলতে সরকারি পদক্ষেপকে সদর্থক করা হবে।

যে অর্থনৈতিক দিকগুলি নরেন্দ্র মোদি তুলে ধরতে চেয়েছেন তার মূল বিষয় হল মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়া।

দারিদ্র দূরীকরণ: রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে জানিয়েছেন, দেশের দারিদ্র দূরীকরণ সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তিনি মনে করেন, সারা দেশের মানুষের চাহিদার সঙ্গে যোগানের মেলবন্ধনের মাধ্যমে নতুনভাবে সরকারি কর্মসূচিকে সাধারণ মানুষের কাছে প্রস্তাবিত করা হবে এবং সরকার চেয়েছেন তার জন্য যেভাবেই হোক না কেন সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনতে সরকারি সাহায্যকে আরও বেশি সম্প্রসারিত করা হবে। তাছাড়া এই দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে তা সরকার অবিচল থাকবে।

মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা: মূল্যবৃদ্ধি যে দেশের কাছে এক অভিশাপ হয়ে এসেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং সরকার যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে এই সামগ্রিক কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। খাদ্যের যে চাহিদা সারা দেশে রয়েছে তা মেটানোর জন্য যথাযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যাতে দেশে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে কালোবাজারি বন্ধ হয়, তার দিকে নজর দেওয়া হবে। এছাড়া এ বছরে বৃষ্টিপাত নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা মাথায় রেখে সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। প্রত্যেক মানুষের কাছে যাতে খাবার পৌঁছায় সেজন্য সরকারি ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

কৃষি: কৃষি ভারতবর্ষে বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারিভাবে যাতে কৃষিতে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে তার দিকে নজর দেওয়া হবে। মূলত কৃষি পরিকাঠামোকে জোরদার করাই সরকারের লক্ষ্য। শস্য বিমা এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনের পর ব্যবস্থাপনার দিকেও নজর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণের শিল্পকে যাতে আরও সম্প্রসারিত করা হয়, তা জন্য যথেষ্ট পরিকাঠামো তৈরি করবে সরকার। কৃষি জমির ব্যবহার এবং অকৃষি জমি থেকে যাতে অন্যরকমভাবে মানুষ সাহায্য পেতে পারে সেদিক নজর দেওয়া হবে। তার জন্য নির্দিষ্ট ভূমিনীতি তৈরি করা হবে।

কেন্দ্রীয় রাজ্য সম্পর্ক: স্বচ্ছ প্রশাসন দেওয়া এবং কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ককে নির্দিষ্ট নিয়মনীতির মধ্যে বেঁধে রাখা সরকারের মূল উদ্দেশ্য। দেশের আমলারা যাতে সেইক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তার দিকে নজর দিতে হবে।

বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরলীকরণ: সরকারি উদ্দেশ্যে হবে বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়মনীতি আরও বেশি সরলীকরণ। কর পরিকাঠামোকে যেমন আরও বেশি সরল করা হবে। তেমনি, শিল্পমুখী কর কাঠামো তৈরির দিকে নজর দেওয়া হবে। যাতে বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন যৌথভাবে এগিয়ে চলে। পণ্য পরিবহণ করার ক্ষেত্রে সরকারি নীতি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। যাতে সাধারণ মানুষের উপর চাপ না বাড়ে। দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানো, তার সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান তৈরি করা সরকারের লক্ষ্য।

পরিকাঠামো: পরিকাঠামো সরকারের কাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আগামী ১০ বছরে সারা দেশে পরিকাঠামো উন্নয়ন কোন পর্যায়ে হবে তার জন্য সরকার নির্দিষ্ট খসড়া তৈরি করবেন। সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগে মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিকতার উপর জোর দেওয়া হবে।

পর্যটন: সারা দেশের ৫০টি পর্যটন সার্কিট গড়া হবে। যার মধ্যে দিয়ে সারা বিশ্বের কাছে দেশের পর্যটন শিল্পকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। জাতীয় উদ্দেশ্য হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চলগুলিকে আরও বেশি সুন্দর করে তোলাই হবে জাতীয় পর্যটন নীতি।

বিগত বছরগুলিতে জাতীয় উন্নয়নের হার কোনওমতেই ৫ শতাংশের উপর বেড়ে উঠতে পারেনি। বর্তমান সরকার আগের সরকারের দুর্বলতা দূর করে নতুনভাবে পরিকল্পনা তৈরি করছে। যার মধ্যে দিয়ে জাতীয় উন্নয়নকে ঊর্ধ্বমুখী করা সম্ভব হবে। রাষ্ট্রপতির ভাষণে সরকারের সেই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতীয় বাজারে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ১ লক্ষ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্থিক মন্দার দিন কেটে গেছে অনেক কষ্টে। বিদেশিরা একসময় ভারতীয় বাজার সম্পর্কে প্রচণ্ড অনিহা দেখিয়েছিল। যেভাবে ভারতীয় বাজার আর্থিক মন্দার কবলে পড়ায়, সেভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি, তেমনি বিদেশের বাজারে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ বছরে শুরু থেকে আপাতত জুন মাস অবধি ভারতীয় বাজারে বিনিয়োগের পরিমাণ ১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ভারতীয় শেয়ার বাজারে এ বছরে বিদেশীদের বিনিয়োগের পরিমাণ ৫১,৪৩৩ কোটি টাকা এবং ঋণপত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫২,১১৫ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে এই অর্থের পরিমাণ ১,০৩,৫৪৮ কোটি টাকা। যার মধ্যে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ১১,৬২৫ কোটি টাকা। বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ হলো যে, একটি স্থিতিশীল সরকার। তার সঙ্গে আগামী দিনে আর্থিক ক্ষেত্রে সংস্কার কর্মসূচিকে যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সে বিশ্বাস বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছে। যখন ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল, তার আগে থেকে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রতিদিনই ১০০০-১৫০০ কোটি টাকা হতে থাকে। তার ভেবেছিল বিজেপি সরকার আসবে। কিন্তু এইভাবে একটি দলই সরকার গড়তে সমর্থ হওয়ায় তার আরও হালে পাণি পেয়েছে। আগামী দিনে আর্থিক ক্ষেত্রে এবং বিদেশী নীতির ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদি ছড়ি ঘোরাতে সমর্থ হবে। ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ৬২,২৮৮ কোটি টাকা। এখন ভারতবর্ষে ১৭,০০০ নথিভুক্ত বিদেশি বিনিয়োগকারী রয়েছেন এবং তাদের ৬,৪০০ সাব-অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এ মাসে ক্রমাগত এই বিনিয়োগের পরিমাণ ভারতীয় শেয়ার বাজারকে নতুন পথে নিয়ে যাওয়ারই ইঙ্গিত। তারা মনে করছে, ভারতীয় বাজার আগামী দিনে আরও নতুন উচ্চতা তৈরি করবে। অবশ্য এর মূল কারণ হলো, সরকারের বাণিজ্য ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের সদিচ্ছা। যদিও জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বাজেট। বাজেট পরবর্তীকালে সরকারি কর্মসূচি সামগ্রিক রূপরেখা লক্ষ্য করা যাবে। যা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ভারতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আরও বেশি উৎসাহিত করবে।

ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স না পেয়েও ডাকঘর ভারতের যথার্থ লেনদেনের প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: একসময় নাকি বলা হত ভারতের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে একজন কংগ্রেস কর্মী আর একটি ডাকঘর থাকবেই। মূলত, সাধারণ পল্লি অঞ্চলে ডাকঘরই ছিল মানুষের টাকা রাখার সুরক্ষিত স্থান। তাই অনেকে বলেন 'ডাক' কথাটির সঙ্গে 'ঘর' শব্দ যুক্ত হয়েছে। তবে একবিংশ শতাব্দীতে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, মুক্ত অর্থনীতির দুনিয়ায় আর্থিক লেনদেনের ভাষাও গিয়েছে বদলে। ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করেছিলেন। সেখান থেকে ২০১৪ সালে এসে সরকারি নীতি অনেক বেশি উদার হয়েছে। বেসরকারি সংস্থাকে ব্যাঙ্ক লাইসেন্সের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বদলে দিতে চাইছে সরকার। কিন্তু লক্ষ্যনীয়, যথেষ্ট পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও কেন যে, ডাকঘরকে ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স দেওয়া গেল না এ প্রশ্ন কিন্তু মানুষের মধ্যে থাকবেই। ভারতে আধুনিক ডাকঘর ব্যবস্থা তৈরি করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ আমল থেকে লর্ড রবার্ট ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংস ডাকঘর ব্যবস্থা তৈরি এবং সম্প্রসারিত করে ভারতে আর্থিক লেনদেনের এক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। ১৭৭৪, ১৭৮৬ এবং ১৭৯৩ সালে ত্রৈমান্বয়ে কলকাতা, তৎকালীন মেড্রাস এবং বোম্বেতে ডাকঘর তৈরি হয়। তবে ৩১ মার্চ ২০১২ অবধি সারা দেশে ডাকঘরের সংখ্যা ১,৫৪,৮২২টি। যা সারা পৃথিবীতে বৃহত্তম যোগাযোগের মাধ্যম। আর এই ডাকঘরগুলির ৯০ শতাংশই রয়েছে গ্রামীণ অঞ্চলে। যে সময় ভারত স্বাধীনতা লাভ করে তখন সমগ্র ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ২৩,৩৪৪টি। ধীরে ধীরে দেশের শহর এবং গ্রামাঞ্চলে তা ছড়িয়ে পরে। তাই যথেষ্ট সুবিধাজনক পরিকাঠামো এবং লেনদেনের এক মাধ্যম হিসেবেই ডাকঘর মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে এসেছে। তবে ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স দেবার সময় সাধারণ মানুষের লেনদেনের ক্ষেত্রটি যে অবাঞ্ছিত থেকে গেল সে প্রশ্নই উঠছে। দেখা গিয়েছে যে ব্রিটেনে ১৮৬১ সালে প্রথম ডাকঘরকে ব্যবহার করা হয় গরিব মানুষকে সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। ঠিক সেই ভাবেই ভারতেও তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার 'ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা' তৈরি করে ১৮৮২ সালে। ১৮৯৬ সালে ডাকঘরই ভারতের একমাত্র ব্যাঙ্কিং মাধ্যম যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে নির্দিষ্ট রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। দেখা গিয়েছে সারা ভারতে ২০১২ সাল অবধি ২৪ কোটি মানুষের ডাকঘরে অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তাই প্রয়োজন ছিল ডাকঘরকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে এসে আধুনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা। কারণ, প্রাথমিক পরিকাঠামো থাকা স্বত্ত্বেও ডাকঘরের পুরনো আদল এখনও রয়ে গিয়েছে। যার ফলে টাকা লেনদেনের আধুনিক প্রযুক্তি না থাকায় গ্রাহক সংখ্যা বেশি থাকলেও সেভাবে বাণিজ্যিকরণ হয়নি।

দেখা গিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিন, ফ্রান্স বা মরোক্কর মতো দেশ ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স দিয়েছে তাদের ডাকঘরগুলিকে। যদিও ভারতে ডাকঘরগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তাদের কর্মপদ্ধতি, অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিগত দুর্বলতা নিয়ে। তবুও মানতেই হবে যে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ভারতীয় ডাকঘর কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজ ডাকঘরগুলোর পঙ্গুত্বর কারণেই এই 'চিটফান্ড'গুলির রমরমা দেশ জুড়ে বেড়েছে। তবুও বলা যেতে পারে সারা ভারতবর্ষে এমনও গ্রাম রয়েছে যেখানে ডাকঘর রয়েছে কিন্তু ব্যাঙ্ক নেই। আর সেই স্থানে মানুষের আর্থিক লেনদেনের একমাত্র মাধ্যম সেই ডাকঘর। আর যদি ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স প্রদান সেই পোস্ট অফিসগুলোকে করা যেত তবে উন্নত পরিকাঠামোর মাধ্যমে ডাকঘরগুলো মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে পারত। ১৯৬৯ সালের আগে যখন ইন্দিরাজী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়নি তখন প্রশ্ন উঠেছিল আদৌ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ কতটা যুক্তিযুক্ত। মুরারজী দেশাই বলেছিলেন, ব্যাঙ্কগুলিকে 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' করা হোক। ইন্দিরাজী তা শোনেননি। তবে আজ সারা পৃথিবীতে আর্থিক মন্দার আঁচ পড়লেও ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা কিন্তু ভেঙে পড়েনি। সাধারণ মানুষকে যদি এই ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করতে হয় তবে কিন্তু যে বিশাল গ্রাহক সংখ্যা ডাকঘরের রয়েছে তাকে যথাযথ ব্যবহার করা প্রয়োজন আছে। যদিও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, আইডিএফসি এবং বন্ধনকে ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স দিলেও ভারতীয় ডাকঘরকে দেয়নি। এই না দেওয়ার জন্য অনেক প্রশ্ন হয়ত উঠেছে আর আগামী দিনেও উঠবে। যতদূর মনে হয় ভারতীয় জনগণের প্রধান আর্থিক স্তম্ভ হয়ত আগামী দিনে বঞ্চিত থাকবে না।

শ্রদ্ধা ও সম্মানের চেতনাবোধ জাগাবার দিন

একের পাতার পর

সোনোরা স্মার্ট ডোড-এর প্রস্তাবনায় উঠে আসে প্রথম এই দিনটির কথা। তিনি তার বাবার জন্মদিনে পিতৃ দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। বিভিন্ন তর্ক ও মতভেদের পর অবশেষে ১৯৬৬ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসন সরকারি ভাবে জুনের তৃতীয় রবিবার পিতৃ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। এর ছয় বছর পর রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিসন এই দিনটিকে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন।

ভারতে পিতৃ দিবস পালনের ধারণাটি খুবই নতুন। এটি মূলত পাশ্চাত্যের দেশগুলি থেকেই এসেছে। বর্তমানে সমগ্র দেশের মানুষ জুন মাসের তৃতীয় রবিবার, পিতৃ দিবস হিসেবে পালন করে। ২০১৪ সালে ১৫ জুন পিতৃ দিবস হিসেবে পালিত হবে। তবে মূলত রাজধানীর পার্শ্ববর্তী শহরগুলিতেই এর প্রভাব বেশি দেখা যায়।

বর্তমান যুগে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলির সক্রিয় ভূমিকায় মানুষ দিনটি সম্পর্কে বেশি সচেতন হচ্ছে। কার্ড, ফুল, বিভিন্ন উপহার, রেস্তোরায় খাওয়া-দাওয়া, ঘুরতে যাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে আদরের ছেলে-মেয়েরা এই দিনটি আরও বিশেষ ও স্মরণীয় করে তুলতে চায়।

এই পিতৃ দিবস পালনের মূল বা অন্যতম উদ্দেশ্য সন্তানের তার বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মানের চেতনা বোধ ঘটানো ও একজন বাবা ও তার সন্তানের মধ্যে একটা সুন্দর বন্ধন গড়ে তোলা। শুধু ছেলেমেয়েরাই নয়, বাবারাও এই দিনটির ফলে তাদের সন্তানের সঙ্গে বিশেষ সময় কাটানোরও, তাদের প্রতি ভালবাসা দেখানার সুযোগ পান। তবে আসল কথা, আমাদের দেশে এই ভাবে মাতৃ বা পিতৃ দিবস প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে এটাই আশ্চর্য, আমরা তো জানিই পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী। কাজেই আমাদের কাছে প্রতিদিনই মাতৃ দিবস বা পিতৃ দিবস হওয়া উচিত।

শক্তিপদ রাজগুরু চলে গেলেন

একের পাতার পর

পাঠকদের জন্য বহু গল্প উপহার দিয়েছেন শারদীয়া আলিপুর বার্তার পাতায়। আলিপুর বার্তার সদর দফতর নিখিলবঙ্গ কল্যান সমিতির বিবেক নিকেতনে এসে মিশে যেতেন সকলের সঙ্গে। শক্তিদার চলে যাওয়া আলিপুর বার্তা পরিবারের কাছে গভীর বেদনার। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ও সমবেদনা জানাই তাঁর শোকস্তব্ধ পরিবারকে।

মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান ঃ বিবেক নিকেতন, সামালী
পোঃ ন'হাজারি, থানা ঃ বিষ্ণুপুর,
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা।
ফোন ঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫

গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প বিদ্যায় কর্মসংস্থান বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্তমানে সরকার ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, ব্যাঙ্ক ও এজেন্সি গ্রামীণ বিকাশের ক্ষেত্রগুলিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। গ্রামীণ বিকাশমূলক কাজে যাঁরা গভীরভাবে আগ্রহী তাঁদের ক্ষেত্রে 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট' একটি আকর্ষণীয় কেরিয়ার হয়ে উঠতে পারে। 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট' বলতে কৃষিভিত্তিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র এবং সমবায় কাজে পরিকল্পনা সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা সংক্রান্ত নিবিড় পাঠ্যক্রমকে। এই পাঠ্যক্রমে গ্রামীণ ক্ষেত্রে 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট' শিক্ষার প্রয়োগকে আলোচনা করা হয়। গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা ও গ্রামীণ জীবন এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষিত বিষয়গুলির উপর এই কোর্সের পাঠক্রম নির্ধারিত হয়। নিবিড় গ্রামীণ উন্নয়নের দিশা পাওয়া যায় 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট'-এর মাধ্যমে। পল্লী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন - পরিবেশ পরিচ্ছন্নকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বনির্ভরতা, কৃষি, পশুপালন, নারী স্বনির্ভরতা প্রত্যেকটি বিষয় 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

কোর্স বিবরণ: 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট' নিয়ে স্নাতক, স্নাতোকত্তর ও ডিপ্লোমা কোর্স করা যায়। এর সঙ্গে বর্তমানে 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট'-এ এম.বি.এ. ও করা যাচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট'-এ স্নাতক হতে গেলে প্রার্থীকে যেকোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। স্নাতক কোর্সটি তিন বছরের এবং স্নাতোকত্তর কোর্সটি দুই বছর সময়সীমার। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরে 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট' নিয়ে পড়তে হলে প্রার্থীকে যে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে স্নাতক হতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন নির্বাচন পদ্ধতি রয়েছে। অ্যাডমিশন টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন ও পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ভর্তি হতে হয়।

এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে এনজিও ম্যানেজমেন্ট, মাইক্রো ফাইনান্স, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি ম্যানেজমেন্ট, এগ্রি-বিজনেস, রুরাল মার্কেটিং ইত্যাদি বিষয়গুলি পড়ানো হয়ে থাকে। 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট' পাঠ্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং ও প্র্যাকটিসের সুযোগ রয়েছে। এই সকল ক্ষেত্রগুলি হল - ফুড প্রসেসিং, কাউ প্রোডাক্ট, বেকারি, বিকিপিং বা মৌমাছি প্রতিপালন, সোপ ও ডিটারজেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং প্রভৃতি।

প্রার্থীর গুণাবলী: সরকারের পক্ষ থেকে গুজরাতের আনন্দে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট'-এর ক্ষেত্রে দক্ষ পেশাদারদের চাহিদা মেটাতে। দেশের যেসব বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট' কোর্স করানো হয়ে থাকে তা হল -

১) জিবাজি ইউনিভার্সিটি ইন্টসিটিউট অফ ডিসটেন্স এডুকেশন, মধ্যপ্রদেশ, ব্যাচেলার অফ রুরাল টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট।
২) গুজরাত বিদ্যাপীঠ, মাস্টার অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট।
৩) জয়দেব ইন্সটিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ, ওড়িশা, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ম্যানেজমেন্ট।
৪) ইন্সটিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট, আনন্দ, গুজরাত, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ম্যানেজমেন্ট।
৫) জেভিয়ার ইন্সটিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন রুরাল ম্যানেজমেন্ট।
৬) গান্ধিগ্রাম রুরাল ইন্সটিটিউট, তামিলনাড়ু, মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) ইন রুরাল ম্যানেজমেন্ট।
৭) আইপিএস ইন্সটিটিউট, উত্তরপ্রদেশ, মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) ইন রুরাল ম্যানেজমেন্ট।
৮) কেআইআইটি স্কুল অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট (কেএসআরএম) ওড়িশা, মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) ইন রুরাল ম্যানেজমেন্ট।
৯) মহাত্মা গান্ধি চিত্রকূট গ্রামোদয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যপ্রদেশ, মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) ইন রুরাল ম্যানেজমেন্ট

কাজের সুযোগ: সম্প্রতি নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের কাছে 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট'-এ এমবিএ একটি আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ বিকাশ ক্ষেত্রে সরকারি নীতির বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট' একটি লাভজনক ও আকর্ষণীয় কেরিয়ার অপশন হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেছে। বেশিরভাগ ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরাসরি ক্যাম্পাসিংয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কোম্পানিতে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট'-এ এমবিএ করা প্রার্থীদের অর্থাৎ 'রুরাল ম্যানেজার'দের বিভিন্ন গ্রামীণ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ম্যানেজমেন্টের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র যেমন - মার্কেটিং, ফাইনান্স, সিস্টেম, প্রজেক্ট ইমপ্লিমেনটেশন, পারচেজ, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদিতে নানান ধরনের কাজের সুযোগ রয়েছে। এইসকল প্রার্থীরা প্রধানত বিভিন্ন গ্রামীণ সংস্থায় পলিসি মেকার, অ্যানালিস্ট, কনসালটেন্ট, ম্যানেজার হিসেবে কাজ করে থাকেন। 'রুরাল ম্যানেজমেন্ট' করা প্রার্থীদের সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, এনজিও, গ্রামীণ বিকাশ ক্ষেত্র, কো-অপারেটিভ ক্ষেত্র, ফুড এগ্রি-বিজনেস সংস্থা, মাইক্রো ফাইনান্স, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং, তেল-দুধ-শর্করা প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিতে কাজের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। আবার 'রুরাল ম্যানেজার'রা আন্তর্জাতিক এনজিও-তে বিভিন্ন পদে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব এনজিও পরিচালনা করতে পারেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৪ জুন - ২০ জুন,২০১৪

মেষ: সংগ্রামের পালা আরম্ভ। সংগ্রাম করেই জিততে হবে এবং সেই জয়লাভ অনিবার্য। আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজে জোর কদমে এগিয়ে যান ভাল হবে। লেখাপড়ায় অগ্রগতির যোগ। ব্যবসা ক্ষেত্র প্রসারিত হবে।

বৃষ: ভুল ভেবে পথ চলায় নিরস্ত হবেন না এগিয়ে যান। শত্রুরা আস্ফালন করবে কিন্তু ক্ষতি করতে পারবে না। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। অন্যের সাহায্য পাওয়া যাবে। গৃহে আত্মীয় সমাগম হবে। পাকাশয়ে পীড়ার যোগ রয়েছে।

মিথুন: পূর্বাপর পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করতে পারবেন। অঙ্ক ও ইংরাজি বিষয়ে পরীক্ষায় শুভফল পাবেন। আইন ব্যবসায়ীগণের পক্ষে শুভফলের কারকতা রয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে ব্যবসার সুযোগ আসবে ও তাতে ভাল ফল পাবেন।

কর্কট: আশা অনেক আছে, কিন্তু নিরাশা এসে সেটি অচ্ছাদন করে দেবে। আগের ভুলের মাশুল এখন গুনতে হতে পারে। স্নেহপ্রীতিকে কেন্দ্র করে লড়াই হওয়া সম্ভব। জমিজমা বিষয়েও গোলমাল চলবে। শিক্ষাক্ষেত্রে মনের মতো ফল হবে না।

সিংহ: সিংহের শুধু গর্জনই নয় কাজে তার দন্ত প্রকাশিত হবে। ভয়ের পথেও নির্ভয়ে এগিয়ে যাবেন। সাংসারিক ও পারিবারিক পরিবেশ জটিল হয়ে উঠবে। রক্তপাতের যোগ রয়েছে। আয় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষায় শুভ।

কন্যা: অন্যের নীতিকে মান্যতা দিয়ে চলা যাবে না। সহজে দম্ভ বা গর্ব ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। দৈব দুর্ঘটনা থেকে সামান্যের জন্য রক্ষা পেতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের থেকে কলহের আশঙ্কা রয়েছে। সাবধান থাকা উচিৎ। বেকারত্বের অবসান হবে।

তুলা: মানসিক চিন্তাধারা সকল সময় সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। জোর করে কোনও কাজ করতে যাবেন না। শিক্ষায় সাফল্য আসবে। ব্যয়ের আধিক্য থাকবে। পায়ে চোট লাগতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটবে।

বৃশ্চিক: মনে যা চিন্তা করা যাবে কাজে তার প্রতিফলন ঘটবে না। শরীর সম্পর্কে ভাল ফল পাবেন না। আত্মীয় সমাগম ও আর্থিক উন্নতি সাধিত হবে। শিক্ষায় সাফল্য লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে, ভ্রমণ যোগ আছে।

ধনু: মনের মতো মানুষ খুঁজে পবেন। তাকে নিয়ে কাজে এগিয়ে যান সাফল্য পাবেন। শিক্ষা সম্পর্কে যত সমস্যাই থাকুক না কেন সাফল্য অনিবার্য হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে, অর্থনৈতিক উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর: সমস্যা যতই থাকুক না কেন সেটিকে সমাধান করবার জন্য এগিয়ে যাবেন। পথে কিছু কাটা আছে সতর্কে চলতে হবে। আপনার প্রতি ঈর্ষা থাকায় অন্যে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। যেখানে সেখানে খাবেন না। ক্ষতি হতে পারে।

কুম্ভ: কোনও বিষয়ে মধ্যস্থতা করতে যাবেন না। এর দ্বারা আপনার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। অন্যের ভালবাসা যথেষ্ট পাবেন। সুনাম ও যশের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। নতুন আশাকে নিয়ে এগিয়ে চলুন। আশাহত হবেন না।

মীন: মনের সাহস বেশ কিছুটা বাড়বে। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন। নিম্নাঙ্গে পীড়াযোগ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বন্ধুরা উপকারে আসবে। শিক্ষায় সফলতা আসবে। পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রধানের পুলিশী হেফাজত, তৃণমূলের বিক্ষোভ সমাবেশ

কুনাল মালিক • আলিপুর

দক্ষিণ শহরতলীর সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত সিপিএম পরিচালিত বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলু সেখকে অর্থ তছরূপের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করল। ১১ জুন পর্যন্ত তার পুলিশী হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ১০ জুন ওই বিষয়টিকে সামনে রেখে বাখরাহাটে একটি ধিক্কার ও বিক্ষোভ সমাবেশ করল বাখরাহাট অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোহন নস্কর, জেলাপরিষদের সদস্য নকুল মণ্ডল, জ্ঞানী নন্দ সামন্ত, অপূর্ব পাল, চিত্ত কাঁড়ার, কাজল দত্ত প্রমুখ নেতৃবর্গ। ঘটনায় প্রকাশ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮টি আসনের মধ্যে ১০টি আসন জিতে সিপিএম বোর্ড গঠন করে। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই পঞ্চায়েত পরিষেবার নানা ব্যর্থতা ও গরমিল তৃণমূলের বিরোধী সদস্যদের নজরে আসে। এছাড়া গত মার্চ মাসে পঞ্চায়েত এলাকার একটি পড়ে যাওয়া গাছ প্রধান কাউকে কিছু না বলে বিক্রি করে দেন। এছাড়া গাড়ি ভাড়া, টেলিফোন বিল, জেরক্স, টিফিন সংক্রান্ত নানা খরচের ক্ষেত্রে নানা অসঙ্গতি ধরা পড়ে। গত ৬ জুন পঞ্চায়েতে গিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দেন। হিসাবপত্র দেখতে চান। পঞ্চায়েত সমিতির জয়েন্ট বিডিও প্রভাত রঞ্জন দাস ছুটে আসেন। প্রধানের কথায় এবং ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে প্রধানের বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুর থানায় এফআইআর করেন। তারই জেরে প্রধানের পুলিশী হেফাজত হয়। প্রসঙ্গত ১১ জুন অভিযুক্ত প্রধান বাবলু সেখকে আদালতে তোলা হলে, বিচারক তাকে আগামী ২৫ জুন পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

টুকরো–টাকরা

অটো–ভ্যানে সংঘর্ষ, জখম ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার তাঁতকল মোড় এলাকায় অটো–ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হন ৬ জন। জখম ব্যক্তিরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অটোটি যাত্রী নিয়ে ক্যানিং থেকে সাতমুখীর দিকে যাচ্ছিল। আর ভ্যানটি নিকাড়িঘাটা থেকে রোগী নিয়ে ক্যানিং হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎই অটোটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে যাত্রীরা ছিটকে পরে যান। অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চলাচল করার জন্য প্রায়ই এমনধরনের দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। অটোটি আটক করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

অস্বাভাবিক দুই মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: নাতাশা আকন্দ (২৩) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ মিলল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার আমতলি গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা পিয়ার আলি জমাদারের মেয়ে নাতাশার সঙ্গে আড়াই বছর আগে আমতলি গ্রামের বাসিন্দা জকোয় আকন্দর বিয়ে হয়। বেশ কয়েকমাস ধরে তাদের পারিবারিক অশান্তি চলছিল। এদিন সকালে বেশ কয়েকজন স্থানীয় মানুষ জাকায়ের বাড়ি গেলে দেখে তার স্ত্রী'র দেহ ঘরের মধ্যে ঝুলছে। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করেছে। মৃতার বাবা পিয়ার আলি জমাদার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ জানান, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। স্বামী পলাতক।

অন্যদিকে বাসন্তী থানার ভাঙনখালি গ্রামে জগদীশ মণ্ডল (৪৫) নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ মৃত ব্যক্তির বাড়ি থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জমির বিবাদে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার বল্লাদটোপ গ্রামে জমির বিবাদকে কেন্দ্র করে পারিবারিক বচসার জেরে উত্তেজিত হয়ে মাথায় বাঁশের বারি মারলে মৃত্যু হয় হাসেম সেখ (৫০) নামে এক ব্যক্তির। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বল্লাদটোপ গ্রামে দু'টি পরিবারের মধ্যে একটি জমিকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকমাস ধরে বিবাদ চলছিল। ঘটনার দিন সকালে উত্তেজিত হয়ে নূরআলি সেখ একটি বাঁশ দিয়ে মাথায় মারেন হাসেম সেখকে। স্থানীয় মানুষ হাসেমকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসেমের স্ত্রী সাহানা বিবি খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত পলাতক, তদন্ত শুরু হয়েছে।

ক্ষত–বিক্ষত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট: ৯ জুন, সোমবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট থানার উত্তর রাধানগর পূর্ব মাঠ এলাকা থেকে ওই গ্রামের বাসিন্দা সমীর নস্কর (২৮) নামক ব্যক্তির ক্ষত–বিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি পেশায় সবজি ব্যবসায়ী। দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবার থেকে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট: বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট ২ ব্লকে বিডিও অফিস প্রাঙ্গনে ডিহিকলস গ্রাম পঞ্চায়েতের আরএসপি'র একজন এবং সিপিএমের চারজন নির্বাচিত সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। ফলে ১৫ আসন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। এদিন উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট ২ ব্লকের তৃণমূল কনভেনার তথা জেলা পরিষদের প্রাক্তন কৃষি ও সেচ সমবায় কর্মাধ্যক্ষ হায়দার আলি মল্লিক, বিধায়ক নমিতা সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিঙ্কু নস্কর প্রমুখ।

আরএসপি'র সমীর মুদ্দে, সিপিএমের তপন নস্কর, রেহেনা সুলতানা, নাসিমা বিবি, নাজিম মোল্লা তৃণমূলে যোগদান করেন। আগামী দিনে সম্পূর্ণ তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত গঠন হবে।

তৃণমূলে যোগদানকারী নির্বাচিত সদস্যরা বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বাংলার উন্নয়নের কাজ করেছেন তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে, এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে উন্নয়ণমূলক কাজ করতে চান।

বিজেপি কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর, পরিদর্শনে বিজেপি'র রাজ্য প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: সম্প্রতি বিজেপি'র একটি রাজ্য প্রতিনিধি দল বিজেপি কর্মী সুকুমার মণ্ডলের ভাঙচুর হওয়া বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমায় ক্যানিং–১ ও ২, বাসন্তী, গোসাবা ব্লকগুলিতে শাসক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের সন্ত্রাসে আতঙ্কিত এলাকাবাসী, এমনি অভিযোগ বিজেপি'র পক্ষ থেকে। গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোস্টাল থানার পশ্চিম রাধানগর গ্রামে যান রাজ্য বিজেপি'র সহ–সভাপতি তাপস চ্যাটার্জি, রাজ্য বিজেপি'র সাধারণ সম্পাদক রবীন চাটার্জি, বিজেপি'র রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি অমিতাভ রায়, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণপদ মজুমদার, জেলা সভাপতি দেবতোষ আচার্য প্রমুখ।

রাধানগরে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে প্রতিনিধি দল

রাজ্য বিজেপি'র সহ–সভাপতি বলেন, 'তৃণমূল ভয় পেয়ে বিজেপি'র কর্মীসমর্থকদের উপর সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয় স্থানীয় পুলিশ ও রাজ্যপাল–এর কাছে বিষয়টি জানানো হবে। তা সত্ত্বেও কাজ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বিজেপি।

বাওয়ালীতে পদব্রজে ভারত পরিভ্রমণরত মায়াপুর ইসকনের প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: গত ১০ ও ১১ জুন দক্ষিণ শহরতলীর বাওয়ালী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে ভারত পরিক্রমাকারী শ্রীধাম মায়াপুর ইসকন নামহট্টের প্রতিনিধিবৃন্দকে অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল এলাকার ভক্তবৃন্দ।

হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করার স্বার্থে ১৯৮৪ সাল থেকে ইসকনের অধ্যক্ষ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশে 'হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে'র সূচনা হয়। ইসকনের ভক্তবৃন্দ পদব্রজে ৬টি গরু ও ৩টি গরুর গাড়ি নিয়ে শ্রী শ্রী হরে কৃষ্ণ মন্ত্র নিয়ে সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করছে। গত ১০ জুন ওই পরিভ্রমণকারীরা বাওয়ালীতে উপস্থিত হয়।

দু'দিন ব্যাপী বাওয়ালী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে ধর্মালোচনা, গীতাপাঠ, ভজনকীর্তন, সন্ধ্যারতি, বক্তৃতা ও গুরু পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতি অনুষ্ঠানে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।

প্রথম মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মিলন মেলা সাগরদ্বীপে

রুমিয়া রায়চৌধুরী • সাগরদ্বীপ

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ধসপাড়া সুমতি নগর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুষ্ঠিত হল সাগরদ্বীপের প্রথম স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মিলন মেলা। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পরিবেশ উন্নয়ণ পরিষদের সহযোগিতায় এই মিলন মেলায় বিভিন্ন স্বনির্ভর দলের প্রায় ১ হাজার সদস্য মিলিত হন। দলের তৈরি জিনিস বিক্রি করার জন্য ছিল 'স্টল'। ৫টি স্টলে জমিয়ে বিক্রিবাট্টা চলল। হৈ হৈ করে দিনটা কাটিয়ে দিলেন সংসারের বিভিন্ন বাধা কাটিয়ে আসা নানা বয়সী মহিলারা। কেউবা নাচ গানে অংশ নিলেন, কেউ 'স্পোর্টসে' জেতার জন্য ব্যস্ত। 'আমার কথা আমাকেই ভাবতে হবে, তাই স্বনির্ভর দল করেছিলাম। এখন ভেবে দেখলাম মিলেমিশে সবাই যখন দল করতে পারছি, তখন আরও বড় কিছু কেন করতে পারব না?' হাসিমুখে বললেন নিবেদিতা দাস। প্রথম বলেই সবাইকে ডাকা যায়নি। তবে পুরো সাগরদ্বীপের সব স্বনির্ভর দলকে মেলাতে পারলে খুব ভাল হয় তা মানছেন আয়োজকরা। নিজেদের দলকে নিয়ে গর্বে আজ মাটিতে পা পড়ে না পরমা, আফরোজাদের। শুধু স্বনির্ভরতা নয়, নিজেদের খোলা আকাশ খুঁজে নেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে শেষ হল একটা অন্যরকম দিন।

হাওড়া মাতাচ্ছে 'টোটো'

মৌমিতা মণ্ডল • হাওড়া

হাওড়া জুড়ে ছেয়ে গিয়েছে রঙিন দৃষ্টিনন্দন ছোট ছোট ব্যাটারির গাড়ি, হাওড়াবাসীর শখের নাম টোটো গাড়ি। রিক্সা ও অটোচালকদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিনা পারমিটে মানুষের মন জয় করে দুই যানের মাঝামাঝি অবসথান নিয়ে শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় আড়াইশো টোটো যান। চালকদের মেজাজ কলকাতা শহরের কুখ্যাত অটোচালকদের মতোই, তবুও খুশি যাত্রীমহল। কারণ, অবধারিতভাবেই ট্যাঁকের ভার হালকা হওয়া থেকে একটু হলেও রেহাই। গাড়ির নিত্যযাত্রী হাওড়া ময়দানের বাসিন্দা বিপুল সাহা বলেন, ''রিক্সা–অটো সবের থেকেই ভাড়া কম। তাই কম খরচে 'হ্যাপি জার্নি''। যাত্রীদের শেয়ারে এই যাত্রায় আপত্তির কোনও অবকাশ যেমন নেই তেমনি পারমিট নিয়েও কোনও মাথাব্যাথা নেই টোটো চালকদের। তবে লাইসেন্সহীন সুদৃশ্য এই যান দেখে চিন্তার ভাঁজ রিক্সা ও অটোচালকদের কপালে। রাজনৈতিক দাদাদের মতোই প্রকাশ্য হুমকি 'রাস্তায় কি করে এই গাড়ি চলে দেখে নেব'। তবে হিংসুকরা যাই বলুক, প্রশাসন কিন্তু টোটোকে 'টাটা' করতে নারাজ। তাদের এই বাড়তি পাওনার কথা জানালেন স্বয়ং হাওড়া পুরসভার যানবাহনের মেয়র পরিষদ শ্যামল মিত্র, 'জিটি রোডে রিক্সা চলা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে কম খরচে যাত্রী নিরাপত্তা ও দূষণমুক্ত এর থেকে সুবিধাজনক যান হতেই পারে না। খুব অল্পদিনের মধ্যেই আমরা এই গাড়ির রুট ও পারমিটের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে দেব।

তবে সাধারণ মানুষ, প্রশাসন ও চালক যতই এই গাড়িতে মুগ্ধ হোক না কেন, আগত বর্ষায় যখন হাওড়া ও অন্তর্বর্তী এলাকা জলমগ্ন হবে তখন আবার 'জনতা–জনার্দন' বেজার মুখে খুঁজবে 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো' ওই অটো আর রিক্সাদেরই। কারণ, জলের তলায় এই গাড়ির ব্যাটারি অকেজো হয়ে যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনার কথা চালকরা জানলেও বাকিরা এখনও অন্ধকারেই।

ছবি: বৈশালী সাহা

মন্দিরবাজার থেকে কলকাতাগামী বাসের অভাবে নিত্যযাত্রীরা হয়রান হচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মন্দিরবাজার ব্লক থেকে কলকাতা যাতায়াত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি বাসের অভাবে প্রতিদিন নিত্যযাত্রীরা হয়রান হচ্ছেন। মন্দিরবাজার ব্লকে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ বসবাস করেন। মন্দিরবাজার থেকে যেহেতু সরাসরি কোনও কলকাতাগামী বাস চলাচল করে না, তাই এলাকার সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের একাধিক অটো, ট্রেকার করে ডায়মন্ড হারবার আসতে হয়। অনেকে ওইভাবেই লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে কলকাতায় যান। এর ফলে মাধবপুর, বিরেশ্বরপুর, গুঞ্জিরপুর প্রভৃতি এলাকার নিত্যযাত্রীরা প্রতিদিন সমস্যায় পড়েন।

মন্দিরবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি ইসমাইল হালদার জানালেন, আগে রায়দিঘি ভায়া কারাবালা, লক্ষ্মীকান্তপুর কুলপী ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত ৮৯ নং বাস চলত, সেটা দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। মাঝখানে চালু হলেও তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমরা চাই রায়দিঘি থেকে ভায়া লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশন হয়ে মন্দিরবাজার ব্লক দিয়ে কুলপী–ডায়মন্ড হারবার হয়ে কলকাতা পর্যন্ত একটি সরকারি বা বেসরকারি বাস রুট চালু হোক। তা হলেই আমাদের সমস্যা মিটবে।

জেলা মৎস্য দফতরের উদ্যোগে ২৯টি ব্লকে মাছের চারাপোনা দেওয়া হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকে মাছ চাষের ওপর উৎসাহ বৃদ্ধি করতে জেলা মৎস্য দফতর গত ২২ মে আলিপুরে বিশেষ সভা করে। সভায় ঠিক হয় বর্ষার শুরুতেই ২৯টি ব্লকের ১০০০ পুকুরে মৎস্যজীবীদের ১৫ কেজি করে চারাপোনা বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

এছাড়াও প্রতি ব্লকের ৫টি বড় জলাশয়কে পরিষ্কার করে মাছ চাষ করার জন্য চারহাজার একশ টাকা দেওয়া হবে। জেলার মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ মানবেন্দ্র হালদার বলেন, 'আমাদের জেলায় মাছ চাষের যথেষ্ট সম্ভবনা আছে। তাই বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আমরা মাছ চাষে গুরুত্ব দিচ্ছি। প্রতিটি ব্লকেই বিনামূল্যে মাছের চারাপোনা দেওয়া হবে। যুবকদেরকে মাছ চাষে উৎসাহী করতে জেলা মৎস্য দফতর প্রতিটি ব্লকেই প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করেছে। মৎস্য চাষের জন্য সরকারি ঋণেরও ব্যবস্থা রয়েছে।'

গোসাবার লোকালয়ে খাঁচায় বন্দি বাঘ

বিশ্বজিৎ পাল • ক্যানিং

বুধবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা গোসাবা ব্লকের ধানপুর গ্রামে বন দফতরের কর্মীরা ঘুম পাড়ানো বন্দুকের সাহায্যে এক পূর্ণ বয়স্ক বাঘকে খাঁচায় বন্দি করে। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১০ জুন রাতে সুন্দরবনের দত্তবিট জঙ্গল থেকে একটি পূর্ণ বয়স্ক বাঘ বের হয়ে পীচখালি নদী সাঁতরে লাহিড়ীপুর অঞ্চলে ঢোকে। সেখানে একজনের গোয়াল থেকে ছাগল নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় মানুষজন বাঘটিকে দেখতে পেয়ে বন দফতরে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বন দফতরের কর্মী, রেঞ্জ অফিসার, আধিকারিক। সম্পূর্ণ এলাকা জাল দিয়ে ঘিরে ফেলে, খাঁচা পেতে, ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা বন্দি করার চেষ্টা বিফল হওয়ায় কর্মীরা ঘুম পাড়ানো বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে বাঘটিকে খাঁচায় বন্দি করেন। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর কিশোর মানকার বলেন, বাঘটিকে খাঁচায় বন্দি করার সময় একজন বন দফতরের কর্মী জখম হন। তার চিকিৎসা চলছে। বাঘটি সম্পূর্ণ সুস্থ। চিকিৎসকরা বললে বাঘটিকে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে রোজকার যাওয়া–আসা হরিণডাঙার রাস্তায়

অন্বেষা রায় • ডায়মন্ড হারবার

সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি'র নতুন দায়িত্বে আসা ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ৮টি পঞ্চায়েতের মধ্যে একটি হল হরিণডাঙ্গা–ভগবানপুর পঞ্চায়েত এলাকা। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো এলাকার নবনির্বাচিত সংসদ। এলাকার মূল রাস্তার ধারে 'পিসি–ভাইপো'র নির্বাচনী প্রচারকালীন ছবি জ্বলজ্বল করছে দীর্ঘকাল যাবৎ। কিন্তু এই উজ্জ্বল ছবিটির লাগোয়া কংক্রিটের পাকা রাস্তাটির অবস্থা এমনই ভয়ানক যে দুর্ঘটনা এলাকাবাসীর নিত্যসঙ্গী। নানা স্থানে বিশাল অংশ জুড়ে পিচ উঠে স্টোনচিপ কংক্রিটের এবড়ো–খেবড়ো পথ বেরিয়ে আছে, ভাঙা টুকরো পড়ে থেকে বিপদ আরও বাড়িয়েছে যানবাহনের। এরমধ্যে একমাত্র পাবলিক যান অটোর অদ্ভুত মারাত্মক যাত্রা দেখবার মতোই। উপরে চারজন, পিছনে দু'জন, বাঁদিকে তিনজন এবং ভিতরেও প্রায় আট–দশ জন নিয়ে টাল সামলাতে সামলাতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে রোজকার যাওয়া–আসা শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের। খানাখন্দে ভরা যাতায়াতের এই রাস্তাটিই গ্রামের একমাত্র অবলম্বন। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও তৎপরতা নেই। গ্রামের অধিবাসী বুবাই মাঝি বলেন, 'প্রায় ১ বছর ধরে এই অবস্থা রাস্তার। আমরা সাইকেল, বাইক, অটোতে প্রাণ হতে নিয়ে যাতায়াত করি।' জিতেনের মোড় থেকে নতুনহাট (৩ কিলোমিটার) প্রায় ২ ফুট চওড়া রাস্তার দুর্বিসহ হাল। আজ এক বছর হয়ে গেল রাস্তায় সারি বেঁধে ল্যাম্পপোস্ট দাঁড় করানো আছে, কিন্তু তার আলো কবে পাওয়া যাবে তা নিয়ে আছে গভীর অনিশ্চয়তা। জিতেনের মোড়ে এক চা দোকানের মালিক বন্দনা মল্লিকের কথায়, 'একে রাস্তার হাল বিপদজনক, তার উপর ইলেক্ট্রিক নেই। সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ করে বাড়ি যেতে খুব অসুবিধা হয়।' অবশ্য পঞ্চায়েতের প্রধান তাপস পুরকাইত বলেন, 'আমাদের পঞ্চায়েতের ফান্ড নেই এই রাস্তাটা করার মতো।

আমরা জেলা পরিষদকে জানিয়েছি, কিন্তু তারা এখনও কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।' দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের পুর্ত ও পরিবহনের স্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহের সর্দার এই বিষয়টিতে বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনের জন্য আমরা ৩ মাস কোনও কাজ করতে পারিনি। ওই রাস্তাটা আমাদের বাজেটে ধরা আছে। শীঘ্রই আমরা রাস্তার মেরামতির কাজ শুরু করব।'

ছবি: বাপন মণ্ডল

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রথম পাতায় প্রয়াত বিজপি নেতা গোপীনাথ মুণ্ডের জায়গায় অনিচ্ছাকৃতভাবে রাজনাথ মুণ্ডে ছাপা হওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১৪ জুন–২০ জুন , ২০১৪

বিশ্বকাপে আমরা কবে যাব?

বাংলার তরুণ প্রজন্ম আজ ব্রাজিল দেশের ফুটবল কুম্ভ মেলার দিকে তাকিয়ে। পেলের দেশ, কফি চাষের দেশ, সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির দেশ, গরীব মানুষের দেশ ব্রাজিল বিশ্বফুটবলে আজ শীর্ষে। লাটিন আমেরিকা, ইউরোপ–সহ এশিয়ারও কিছু কিছু দেশ বিশ্বকাপের আসরে উজ্জ্বল। ১২০ কোটির দেশ ভারতবর্ষের মানুষ আজ শুধুমাত্র টিভির পর্দায় ফুটবল আসরের দর্শক। রাতদিন এক করে সংবাদমাধ্যমের ব্যস্ততা, পাতার পর পাতা রঙিন কভারেজ আমাদের দেশের ক্রীড়ামোদীদের পক্ষেও আনন্দজনক। কিন্তু এত উৎসাহ আনন্দের মধ্যেও একটা হীনমন্যতা বোধ সচেতন দেশবাসীদের মনে নিশ্চয়ই উঁকি দিয়ে যায়। ওরা পারলে আমরা কেন পারি না। অলিম্পিকের আসরে ভারত কিছু পদক পেলেও ফুটবলে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতেই প্রতিবছর ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান এবং উপযুক্ত পরিকাঠামো গঠনের ভাবনা কার্যকর হয়নি আজও। অবশ্য দেশে পানীয় জল, বিজলী, শৌচাগার যেখানে অনেক বেশি জরুরী সেখানে হয়ত ফুটবল বিলাসিতা।

কিন্তু আমাদের থেকে 'অনুন্নত, ছোট' অনেক দেশ আজ পদক তালিকার শীর্ষে থাকে। তখন দেশের ক্রীড়া মন্ত্রক নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বহু সংস্কৃতি বা মাল্টি কালচারের দেশ ভারতবর্ষ। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে অর্থ ও কৌলিন্য অনেক বেশি। বহু সংস্কৃতির রাষ্ট্রে শারীরিক সক্ষম, পরিশ্রমী ক্রীড়াবিদের অভাব নেই। এই বাংলাতেও বহু ফুটবল প্রতিভা উপযুক্ত আর্থিক নিশ্চয়তার অভাবে ফুটবলকে ভালবাসলেও জীবনে একমাত্র লক্ষ্য করতে পারে না। দেশে অনেক বাইচুং, বিজয়ন তৈরি হতে পারত এবং আজও সম্ভাবনা আছে।

দেশের নতুন সরকার বিকাশের লক্ষ্যে নানা ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন। আশা করা যায় আগামীতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মঞ্চে ভারতের সুনাম যাতে বাড়ে সেই লক্ষ্যে তাঁরা কাজ করবেন। এশিয়ার চীন, জাপান কিংবা অন্যান্য দেশগুলির প্রশিক্ষণ প্রণালী, পরিকাঠামো অনুসরণ করলে নিশ্চয়ই কিছুটা সুফল ফলবে। আমাদের দেশে মেধা, পরিশ্রমের অভাব নেই। তবে রাজনীতি যখন ক্রীড়াক্ষেত্রকে বারংবার কলুষিত করে তখন 'ক্রীড়া–রাজনীতি' খেলাধুলার দক্ষতাকে ম্লান করে দেয়। আগামীতে বাংলা তথা ভারতের যুবক–যুবতীরা আন্তর্জাতিক খেলাধূলায় ভারতে মান বাড়াক এটা এই মুহূর্তের কামনা সকল ক্রীড়া প্রেমী মানুষের।

পাঠকের কলমে

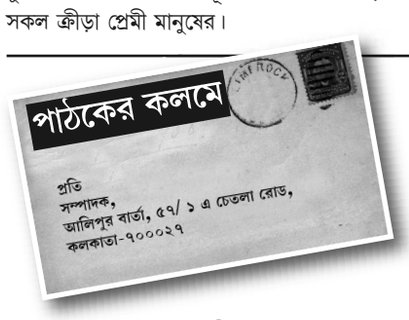

মরুচাষ করার জন্য মৌসুমী বায়ু সরে যাচ্ছে। এ সামান্য কথাটা দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না , আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যম কেন গভীরভাবে তলিয়ে দেখছেন না? হাওয়াবাবুরা নিয়মিত মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে লোককে বোকা বানাচ্ছেন। কেন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, মানুষ খুন করলে তার বিচার হয়। কিন্তু মৌসুমী বায়ুকে খুন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হয় না কেন? দেশের বিচারকরা কেন ঠুলি এঁটে বসে আছেন? মৌসুমী বায়ু ভারতবর্ষের প্রাণ। তাকে খুন করার অর্থ হল দেশটাকে শেষ করে দেওয়া। বুদ্ধিজীবীর এই বোধদয় কবে হবে?

স্বপ্নময় চক্রবর্তী
যাদবপুর, কলিকাতা ৩২।

অমৃতকথা

২৪৭। বাতাস, চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়কে নিয়ে যায়, কিন্তু কারও সঙ্গে মেশে না, মুক্ত পুরুষও সেইরকম সংসারে থাকেন, কিন্তু সংসারের সঙ্গে মেশেন না।

২৪৮। ছুঁচে সুতো পরাবে তো সরু করো। মনকে ঈশ্বরকে মগ্ন করাবে তো দীন হীন অকিঞ্চন হও।

২৪৯। এক সাপ গুরুর উপদেশে ঈশ্বরপরায়ণ হয়েছিল। সে আর হিংসা করত না এবং কাউকে কামড়াত না। পাড়ার ছেলেগুলো এসে সেই সাপকে আঘাত করতে লাগল, কিন্তু ভক্ত সাপ কাউকে কামড়াত না। আঘাতের চোটে তার শরীর ক্ষত বিক্ষত হল, তবুও সে কাউকে কামড়াতে চেষ্টা করল না। তারপর একদিন গুরু এসে সাপের দুর্দশা দেখলেন। তিনি বললেন, 'বাপু! হিংসা ত্যাগ করেছ ভালই করেছ কিন্তু ফোঁস করতে ছেড়ো না। যখন কেউ মারতে আসবে তখন ফোঁস কোরো কিন্তু কামড়িও না।'

২৫০। যে গাছ ফলবান হয়, নুয়ে পড়ে। বড় হবে তো ছোট হও।

২৫১। যে পাল্লা ভারী হয় নেবে পড়ে, যে দিক হালকা হয় ওপরে উঠে যায়।

২৫২। ঈশ্বর কোটি অন্তরঙ্গ, জীব কোটি বহিরঙ্গ।

২৫৩। কত মণি পড়ে আছে আমার চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।

২৫৪। জালার পোঁদে বিঁদ থাকলেই সব জল পড়ে যায়।
সাধকের ভেতর একটুও আসক্তি থাকলে সব সাধনা বেরিয়ে যায়।

২৫৫। সাপ হয়ে খাই আমি রোঝা হয়ে ঝাড়ি।
হাকিম হয়ে হুকুম দিই, পেয়াদা হয়ে মারি।।

২৫৬। চোরকে বলেন চুরি করতে, গৃহস্তকে বলেন সাবধান হতে অর্থাৎ ঈশ্বর সকলই করছেন।

২৫৭। সাত জন ভগবানের জন্য গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছিল যথা–ভারত, প্রহ্লাদ, শুকদেব, বিভীষণ, পরশুরাম, বলী ও গোপিনীগণ।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

পরিকাঠামোর পরিবর্তন না হলে বেহিসেবী শিশু মৃত্যুর কোনও কৈফিয়ত নেই

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

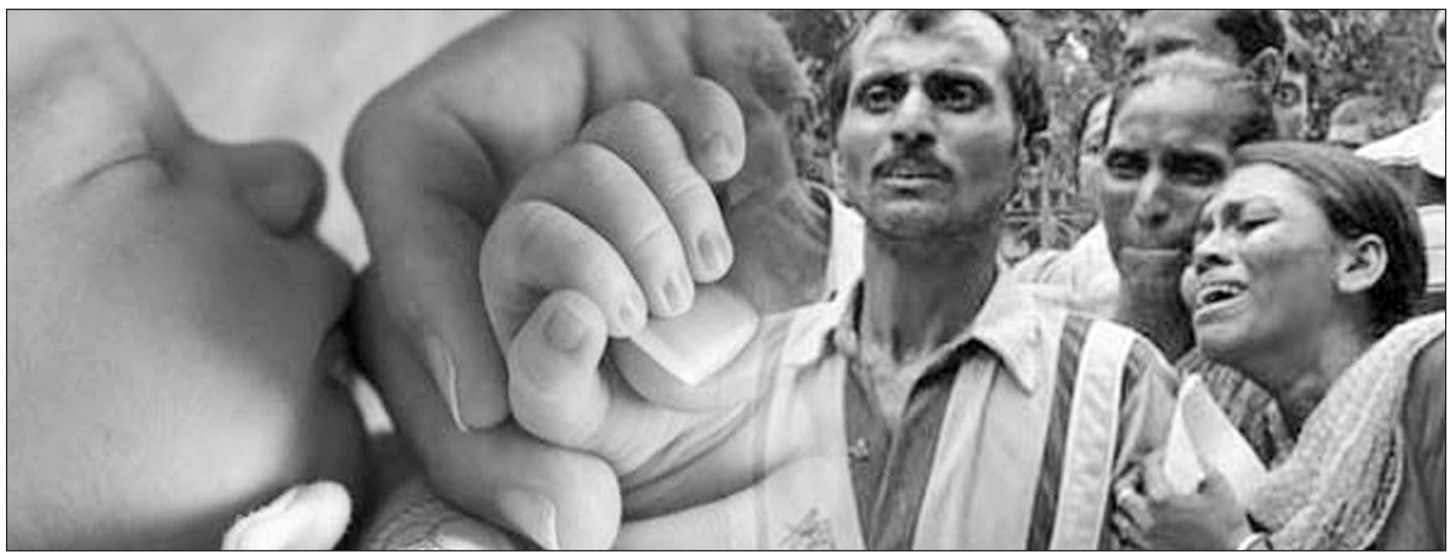

পশ্চিমবঙ্গের ৩৪ বছরের বাম শাসন ধ্বংস হয়ে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল দলের সরকার ক্ষমতায় এসেছে গত বছর মে মাসে। একথা হয়ত অনেকেই মানবেন যে কেবলমাত্র দল গুছিয়ে নিয়ে নিজেদের লোককে কামাবার ব্যবস্থা করা ছাড়া, বাংলার মানুষের অন্য অনেক জরুরি পরিষেবার নিধন করার মতো স্বাস্থ্য পরিষেবাটিকেও রসাতলে পাঠিয়ে দিয়েছিল সিপিএম চালিত সরকার। জনতার ভালমন্দের এই ২৪ ঘণ্টার ইজারাদারটির তার জনগণ নামে লালিত, ৫ বছর সালিয়ানা ভোট সালিয়ানা ভোট হাতিয়ে নেওয়া গৃহপালিত প্রাণীটির প্রাণ বাঁচানো বা তার ছানাপোনাদের বেঁচেবর্তে রাখার ব্যাপারে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। তার ভুরিভুরি উদাহরণ এখন বসন্ত রুগীর অনবরত গুটি বেরোনোর মতো রাজ্যব্যাপী হাসপাতালগুলিতে অকাতরে শিশু মৃত্যুর পরিসংখ্যানেই উঠে আসছে। বেশকিছু নামকরা স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে শিশু মৃত্যুর এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে নানান সমীক্ষা চালিয়েছে। পর্যবেক্ষণগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। তার আলোচনায় পরে যাওয়া যাবে।

গত সরকারের কীর্তি: জনদরদী সিপিএম সরকারের এক সময়ের মহাকৌলিন্যধারী সংখ্যালঘু মামু মহম্মদ সেলিমের কুকীর্তিটি এই সুবাদে ফাঁস হয়ে যাওয়ার কথা অনেকেই জেনেছেন। শিশু মৃত্যুর আলোচনায় বিশেষ করে প্রসবকালীন মৃত্যুও একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় হওয়ার ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক। হাসপাতালে হাসপাতালে যেখানে একান্ত স্থানাভাব, সরকারের 'ভাঁড়ে মা ভবানী' – সেই সময় স্রেফ ক্ষমতায় থাকার সুবাদে মহম্মদ সেলিমের স্ত্রী কলকাতার একটি নামী হাসপাতালে চাকরি করার সুবিধেকে কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে অতিরিক্ত প্রায় ৩ হাজার বর্গফুট জায়গা দখল করেছিলেন। কথাটি তোলার কারণ হল ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশনের (এনআরএইচএম) সুপারিশ অনুযায়ী জন্মহারের বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে ও জন্মকালীন সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে রাজ্যে রাজ্যে সিক নিওনাটলি কেয়ার ইউনিটগুলি (এসএনসিইউ) স্থাপন করার কথা। প্রত্যেকটির খরচ ১ কোটি টাকা। নতুন সরকারের চাপে মহানুভব মহম্মদ সেলিমের স্ত্রী তাঁর জবরদখলকৃত কয়েক হাজার ফুট থেকে পাততাড়ি গোটাবার পরই সেখানে একটি শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট এসএনসিইউ'র নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হতে চলেছে। কিছুদিনের মধ্যেই সেটি চালু হয়ে যাওয়ার কথা। এই উদাসীনতা ও অসততার ঘটনাটিকে পর্যালোচনা করলেই পূর্ববর্তী সরকারের পরিকল্পনা ও শিশুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সদিচ্ছার আভাস পাওয়া যায়।

টাটকা খবর: যাইহোক, এতো হল মৃত সরকারের গল্প। আজকের সরকার গদীতে বসার পর ওই অবহেলিত শিশু–স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ফসল হিসেবে হঠাৎই যে মৃত্যু মিছিল শুরু হয় তার কিছুটা তথ্য এরকম। এই হাসপাতালওয়ারী পরিসংখ্যানগুলি ছাড়াও বাঁকুড়া, বীরভূম ও খোদ কলকাতাতেই গত ৮ মাসে প্রায় ১০০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গত, দেখা যায়

সুনীতাকে বলা হয়েছিল, তাদের মতো ভিখারিরা এক পয়সা না দিয়ে হাসপাতাল থেকে সেবা নিতে আসে। যাইহোক, কোনও ডাক্তারবাবুতো আসেননি আর ছেলেও বাঁচেনি।

শিশু মৃত্যুর এই অপ্রতিহত ধারা রাজ্যে শুধু নয়, সমগ্র পূর্ব ভারতে শিশু সংক্রান্ত সর্ববৃহৎ বিশেষজ্ঞ হাসপাতাল বি সি রায় থেকেই শুরু হয়।

এমন অকাল মৃত্যুকে অনেকে দার্শনিক মোড়কে বিধাতার 'সেরা বিচার' (আল্টিমেট ইনজাস্টিস) বলে হালকা করে দিতে চান। আমাদের প্রাচীন পরমায়ু তত্ত্বকে মেনে নিলে তো আর গোল বাঁধে না। সেখানে তো বলাই আছে যে যার পূর্বনির্ধারিত আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে আসে। হায়! এইসব অকালমৃতেরা কি তাহলে 'শূন্য' পরমায়ু নিয়ে ভূমিষ্ঠ হল! মানতে কষ্ট হয় যখন খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় অকালমৃতদের প্রায় সকলেই সরকারি হাসপাতালেই মৃত্যুবরণ করেছে। প্রাইভেট হাসপাতাল থেকে কোনও মৃত্যুর খবর সংবাদ–সংস্থায় এসেছে বলে শোনা যায়নি।

কর্তাদের বাণী: তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে এমন মর্মন্তুদ পরিস্থিতিতে অনেক সময়ই হাসপাতালগুলির কর্তাব্যক্তিরা বেফাঁস মন্তব্য করে বসেছেন। বর্ধমান মেডিকেল কলেজে সদ্য সন্তানহারাকে সান্ত্বনা দিয়ে কর্তৃপক্ষ সময়মতো শিশু সন্তানকে হাসপাতালে নিয়ে না আসাকেই কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এমনই একজন বেচারাম টুডুর চৈতন্য উদয় করতে গেলে হতভাগ্য মানুষটি জানিয়েছেন লোকের কাছে চেয়ে বাস ভাড়া জোগাড় করে একান্ত নিরুপায় অবস্থাতেই সে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এক ধাপ এগিয়ে শিশুর জন্মকালীন নিরাপদ ওজন ১.৫ কেজি হওয়া উচিত বলে বিশেষজ্ঞর মতামত দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় এমন করুণ অকালমৃত্যুগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বি সি রায় হাসপাতালের অধিকর্তা দিলীপ পাল এক নিষ্করুণ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'এইসব শিশুর দলবেঁধে মৃত্য ঘটায় অবাক হবার কিছু নেই। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গড়ে প্রতিদিন ৩০০ করে শিশু হাসপাতালে চিকিৎসা করায়। যেমন এই বছরের ১৩ জানুয়ারি ৩৬২ জন নবজাতক ভর্তি হলেও তাদের মধ্যে মাত্র ৫ জন মারা যায়। এটা কি অস্বাভাবিক?'

প্রশাসনের আর এক কর্তাব্যক্তি – স্টেট ডাইরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশন ড. সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মালদায় গণ শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রায় একইরকম অসাড় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, 'যতগুলি শিশু হাসপাতালে ভর্তি হল তাদের সকলেই যে বাঁচবে এমন কোনও গ্যারান্টি কখনওই দেওয়া যায় না। অনেক সময়ই হাসপাতালের পরিকাঠামোগত ত্রুটি কিছু হয়ত থেকেই যায়, আবার অনেকসময়ই শিশুগুলিকে প্রায় মরণাপন্ন অবস্থাতেই আনা হয়। হাসপাতাল কর্মী বা প্রশাসনের তরফে অবহেলাই তাদের মৃত্যুর কারণ – এমনটাই বলা কখনই ঠিক নয়।'

একটি মৃত্যু: বিবৃতিটির অন্তঃসারশূন্যতা বোঝাতে নবদ্বীপের সুনীতার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। ১ বছরের ছেলেকে বি সি রায়ে শ্লেষ্মাজনিত সংক্রমণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন সুনীতা। মারা যাওয়ার ১ ঘণ্টা আগে কর্তব্যরত নার্সদের তিনি কোনও ডাক্তারবাবুকে ডাকতে বলেন। সুনীতাকে বলা হয়েছিল, তাদের মতো ভিখারিরা এক পয়সা না দিয়ে হাসপাতাল থেকে সেবা নিতে আসে। যাইহোক, কোনও ডাক্তারবাবুতো আসেননি আর ছেলেও বাঁচেনি। দুর্দশা চরম করতে প্রতিবাদরত সন্তানহীনা সুনীতাকে নিরাপত্তারক্ষীদের সাহায্যে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। যাইহোক, উদাহরণ দিতে থাকলে এই মৃত্যু–বারোমাস্যা শেষ করা মুশকিল হবে। তাই এই মড়ক ঠেকাতে সরকারি স্তরে ভাবনা–চিন্তা পরিকল্পনার রূপরেখা সম্বন্ধে একনজর দেখা যাক।

নিদান: অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক

আর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী সাবসেন্টার ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে বাস্তবে ৩৬০০ ডাক্তারের প্রয়োজন থাকলেও মাত্র ১১০০ ডাক্তার কর্মরত আছেন।

কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (ওইসিএডি) সমীক্ষা অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সবশেষ থেকে ভারতের স্থান অষ্টম। জিডিপি'র মাত্র ১ শতাংশ স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যয় করা হয়। অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে রাজ্যের ক্ষেত্রে কোনও উদ্দেশ্যই চোখে পড়েনি। এমনই এলোমেলো অবস্থা দেখে একটি সরকারি হাসপাতালের অধ্যক্ষ আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেছেন, যে বর্তমান বছরে ৪০ হাজার শিশু মারা যায়। এমনটা চলতে থাকলে সংখ্যাটা খুব শীঘ্রই ৫৫ থেকে ৬০ হাজারে পৌঁছে যাবে। সমীক্ষায় যে জিনিসটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হল আগে বলা এসএনসিইউ। পুরুলিয়ায় ২০০৩ সালে রাজ্যের প্রথম ইউনিটটি স্থাপন করার পর নতুন ইউনিট চালু করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বর্তমানে ১৮টি জেলায় (কলকাতাসহ) মাত্র ৮টি এসএনসিইউ চালু আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা সম্বলিত ইউনিটগুলিতে মূলত রুগ্ন নবজাতকদের পক্ষে একান্ত জরুরী রেডিয়েন্ট ওয়ারনর, পাল্‌স অক্সিমেটিভ, ইনফুশন পাম্প–এর মতো জীবনদায়ী বন্দোবস্ত থাকে। ১ কোটি টাকা মূল্যের এই ইউনিটগুলি টাকা ন্যাশনাল রুরাল হেল্‌থ মিশনের দ্বারাই অনুমোদিত হয়। মজার কথা কেন্দ্র যে কোনও জেলা হাসপাতালে ৩ হাজার প্রসব হলেই একটি এসএনসিইউ খোলার অনুমোদন দিলেও বর্তমান রাজ্য সরকার প্রসবের সংখ্যাটিকে ৫ হাজারে বর্ধিত করে দিয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের এক অধিকর্তার কথায় – এই সংখ্যায় পৌঁছানো দুঃসাধ্য। তাই নির্দিষ্ট সময়সীমায় ৩২টি এসএনসিইউ খোলার কেন্দ্রীয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করাও প্রায় অলীক বলেই মনে হয়। আর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী সাবসেন্টার ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে বাস্তবে ৩৬০০ ডাক্তারের প্রয়োজন থাকলেও মাত্র ১১০০ ডাক্তার কর্মরত আছেন। ওদিকে ১৯৯৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দরকার থাকলেও মাত্র ৯২৪টি বাস্তবে কর্মক্ষম। আর ৩৩ হাজার প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর্মীর জায়গায় কর্মরত আছেন মাত্র ১৩ হাজার। এই রোগাক্রান্ত পরিকাঠামোর 'পরিবর্তন' না হলে বেহিসেবী শিশু মৃত্যুর কৈফিয়ত হিসেবে 'শেষ অবস্থায় নিয়ে আসা' 'মানসিক সজাগতার অভাব' বা ওপরওয়ালার নির্ধারিত 'পরমায়ুতত্ত্ব' মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

সৌজন্যে: স্বস্তিকা

যাওয়া আসার পথে–পথে

শিল্প আর কৃষি দুটোই একসঙ্গে করা যায়

দীপককুমার বড় পণ্ডা

বেশ কয়েকদিন তীব্র গরমের পর সেদিন সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়েছিল। পরের দিন সকালে আমলাশোল যাব। ভোরে রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম গোটা রাস্তা জবজবে। কিন্তু বর্ষাস্নাত প্রকৃতি যেন অপরূপ সাজে সেজে উঠেছে। হাওড়ায় যখন পৌঁছলাম, তখন সকাল ৬টা। নতুন প্লাটফর্মে তখনও কিছু লোক কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। অন্যদিন এঁরা হয়ত আগেভাগেই ওঠেন, কিন্তু আজ গত রাতের বৃষ্টি এঁদের চোখ জড়িয়ে দিয়েছে। যাকগে, ওদের কথা বেশি না ভেবে ট্রেনে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর অমিত দা, শাশ্বত দাও এসে গেলেন। আমরা এখন আমলাশোল যাব। আমলাশোলের কথাতো সবাই জানেন। ২০০৪ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের এই আদিবাসী গ্রামে পাঁচ আদিবাসী খেতে না পেয়ে মারা গিয়েছিলেন। তখন থেকে আমলাশোল গ্রামের কথা প্রায় সারা পৃথিবী জেনেছে। যাইহোক, সেই গ্রামে ২০০৪ সাল থেকে আমরা জড়িয়ে।

হাওড়া থেকে ঘাটশিলায় ইস্পাত এক্সপ্রেসে যাচ্ছি। ওখান থেকে নেমে আমলাশোল যাব। নানারকম আলোচনা হচ্ছে। কেন্দ্রে নতুন সরকার কী করবে না করবে, যুব সম্প্রদায় অনেক আশা করে বসে আছে, এখানেও রাজ্য সরকারের ওপর যুব সম্প্রদায়ের অনেক ভরসা। কিন্তু কোথাও শিল্প নেই, চাকরি নেই, কৃষির অবস্থাও খুব খারাপ, তবে ভবিষ্যৎ কী হবে? এইসব ভারি ভারি আলোচনার সময় অমিত দা তাঁর নতুন আইডিয়াটা বললেন।

তিনি বললেন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প আর কৃষি – এর মধ্যে কোনটাকে বেশি গুরুত্ব দওয়া হবে এ নিয়ে এত বিতর্ক, অথচ আমার মনে হয় একসঙ্গে দুটোই করা যায়। যেখানে শিল্প হবে, সেখানে কারখানার ছাদে তো চাষ করা যেতে পারে। এতে

কারখানার ছাদ ঠাণ্ডা থাকবে, অর্থাৎ ঘরের ভেতরটা ঠাণ্ডা হবে। আবার জমিটাকে দুটো কাজেই ব্যবহার করা যায়। নিচে কারখানা ওপরে চাষ। আমরা জানতে চাই, ছাদের ওপরে চাষের সেচ কীভাবে করা হবে?

– কোন! রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং–এর মাধ্যমে ওপর জল সংরক্ষণ করে সেচের কাজ হতে পারে। এছাড়াও বিভিন্নভাবে সেচ করা সম্ভব। এখন তো নানারকম ব্যবস্থা হয়েছে? সৌরশক্তির মাধ্যমে জল তোলা যায়। তবে, চাষের জন্য ছাদে খানিকটা মাটি ফেলতে হবে। আর মাটি দেওয়ার ফলে যাতে ছাদটা নষ্ট না হয়, তার জন্য খেয়াল রেখে ব্যবস্থা নিতে হবে।

– তবে এইভাবে চাষ হচ্ছে না কেন? শাশ্বত দা প্রশ্ন করেন।

– আমরা নতুন কিছু খুব সহজে করতে চাই না। তাই বিষয়টা কোথাও একটা শুরু করতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে অন্যত্র হবে। অমিত দা বলেই বাইরে আকাশের দিকে তাকালেন।

ট্রেন হু হু করে ছুটছে। চারদিকে শাল–পিয়ালীর জঙ্গল, নতুন আইডিয়া, অনেক মানুষ স্টেশনে ব্যস্ত হয়ে ওঠানামা করছেন। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঝাড়গ্রাম থেকে ঘাটশিলার রেল লাইনটা গিয়েছে। পাহাড় ডিঙিয়ে কোথাও গ্রামে যাওয়ার রাস্তা চোখে পড়ে, সেই রাস্তায় আদিবাসী মহিলারা মাথায় করে জঙ্গলের কাঠ নিয়ে যাচ্ছেন। রুগ্ন হাড় জিরজিরে চেহারাগুলো বড় বেশি চোখে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পর খেয়াল হয়, আমরা সব চুপ করে গিয়েছি। প্রসঙ্গে ফেরার জন্য বলি, আমলাশোলে এটা পরীক্ষামূলকভাবে করলে হয়। একটা ছোট পাকা স্কুল বাড়ি আছে ওখানে, ওর ওপর পরীক্ষা করা যেতে পারে।

ওঁরা বললেন, আমলাশোলের মানুষতো একটা পরীক্ষায় সাফল্য পেল। 'শ্রী' পদ্ধতিতে ধান চাষ করে আমলাশোলের বেশ কয়েকজন মানুষ প্রায় দ্বিগুণ ধান উৎপাদন করেছেন। সেইসময় এক হকার মিষ্টি হাসিতে হাঁক দিতে দিতে চলে যান – চা..., কফি...। মন্দ লাগে না, তাঁর সেই ডাক।

আলোচনা থেকে জানতে পারি, 'শ্রী' পদ্ধতিতে ধান চাষ করলে জল কম লাগে, বীজতলা কম ফেলতে হয়, রোপনের জন্য বেশি লোক লাগে না। ধানে পোকামাকড় লাগে না। অথচ ধান ফলন হয় প্রায় দ্বিগুণ। পাশের একজন বলেন,

– বা! তবে তো কম মজুরীতে অনেক বেশি চাষ করা সম্ভব এখন থেকে। কারণ এখন তো মজুরী বেড়ে গিয়েছে, রাসায়নিক সারের দাম বেড়েছে, তাই চাষ আর লাভজনক নেই।

– শুধু তাই নয়, 'শ্রী' পদ্ধতিতে রাসায়নিক সারের বদলে জৈব সারের ব্যবহার বেশি করার সুযোগ আছে। দোকান থেকে এইসব রাসায়নিক সার না কিনে বাড়িতে গরুর গোবর থেকে জৈব সার করা যেতে পারে।

ঘাটশিলায় নেমে মধুর অটোতে আমলাশোল যাচ্ছি। ঘাটশিলা থেকে আমলাশোল ২৪ কি.মি। এদিক থেকে আমলাশোল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গ্রাম। পুরোও রাস্তাটাই ঝাড়খণ্ড সরকারের। এই সরকার রাস্তাটা ভালোভাবে বানিয়েছে। কালো পিচ রাস্তার দু'দিকে ফাঁকা জমি। আগামী দিনে এত জমিতে যদি 'শ্রী' পদ্ধতিতে চাষ হয়, তবে অনেক লাভ হবে। ভাবতে ভাবতে চলি, আমাদের নতুনভাবে কিছু করতে হবে। গড্ডালিকা প্রবাহে বাঁচার দিন শেষ হয়েছে।

আমরা আমলাশোলে পৌঁছলে লক্ষ্মী মুড়া, বিভূতি মানকি, রঞ্জিত সিংহরা শুনিয়েছিলেন, তাঁদের 'শ্রী' পদ্ধতির অভিজ্ঞতার কথা। সেই অভিজ্ঞতায় ছিল আনন্দ, ছিল উচ্ছাস, ছিল জয়ের গৌরব। বিভূতিরা গেলবারে কিছুটা জমি 'শ্রী' পদ্ধতিতে চাষ করেছিলেন, এবার সব জমি এইভাবে চাষ করবেন। অবশ্য এই গ্রামের অনেকের এখনও নতুন পদ্ধতিতে চাষের জড়তা কাটেনি। যাকগে, আর ছাদের ওপর ধান চাষ? দেখা যাক, এই নিয়ে কে কী বলেন। কারণ, আমরা তো আর কেউ কিছু বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু যাওয়া আসার পথের এই অভিজ্ঞতা শুনে কেউ যদি পরীক্ষামূলকভাবে কিছু করেন, তবে নতুন কিছু আবিস্কার হতে পারে।

২০১৪–র সংসদীয় নির্বাচন: বিজেপি এবং...

অমিয় চৌধুরী

মমতা ২০০৯ সালের সংসদীয় নির্বাচনে কংগ্রেস–এর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েও আসন পেয়েছিলেন মাত্র ১৯টি। এই ১৯ জনের মধ্যে বিশ্বাস হন্তা ছিল দুই ব্যক্তি। এবার তাঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন। একজন একা দাঁড়াতে সাহস করেননি। যদিও তিনি অন্য বিচারে গুণী ব্যক্তি। আর একজন নির্গুণ, কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়িয়ে গোহারা হয়ে চতুর্থ স্থানে পৌঁছে গেলেন। অর্থাৎ বিজেপির তো পরেই, এই মুহূর্তে জমিহারা সিপিএম–এরও পরে। তবু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪টি আসন পেলেন। বহু অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে জিতিয়ে আনলেন। অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সংসদীয় আসনে দাঁড় করানোয় অনেক বোদ্ধারা হাসি মস্করা করেছেন। কিন্তু দিনের শেষে তারা তাদের মনোকাঠামোয় তীব্র এবং যোগ্য জবাব অনুভব করে একদম চুপ হয়ে গিয়েছেন। আসলে মানুষতো মমতা–ভোট করেছে মমতা নামক প্রতীককে মাথায় রেখে।

কংগ্রেস দলও একা লড়ে তাদের শোচনীয় অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে (মমতার সঙ্গে থেকে ১৫ শতাংশ থেকে একা লড়ে সাড়ে সাত শতাংশে নেমে এসেছে)। গতবারের ছয় থেকে এবারে চার। পশ্চিমবঙ্গীয় জাতীয় কংগ্রেস বোধহয় এতদিনে তাদের অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগতে শুরু করেছে। তবে কয়েকটি বাংলা ভাষা বাছা বাছা টেলিভিশন চ্যানেলে বসে এখনও লম্বা চওড়া বাতেলা মেরে যাচ্ছে। মনে করা গিয়েছিল সিপিএম অন্তত কিছুটা হলেও তাদের সংগঠনটা রক্ষা করতে পেরেছে। কিন্তু হয়নি। আসলে ওদের শুরু হয়েছে গিয়েছে নেতৃত্বের অস্তিত্ব সঙ্কট। কোনওমতে সিপিএম অতি অল্প ভোটের ব্যবধানে জিতেছে মাত্র দুটি আসনে। মালদা এবং মুর্শিদাবাদে। বামফ্রন্টের শরিকরা শূন্যে নেমে এসেছে। ওদের এগারো শতাংশ ভোট দখল করে নিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ওরা কংগ্রেস এবং কিছু অংশে তৃণমূল কংগ্রেস–এর ভোটে তিন, দুই শতাংশ ভাগ বসিয়েছে। সাধারণত বিজেপির ভোট শতাংশ গড়ে ৫–৬–এর বেশি নয়। একবারমাত্র এগারো শতাংশে উঠেছিল। ১৯৯৯ সালে দুটো সংসদীয় আসনও পেয়েছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনে ওদের ভোট শতাংশ নেমে এসেছিল তিনে। এবার বিজেপি দুটি আসন পেয়েছে তবে ভোট শতাংশ বাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে ১৭.৫ শতাংশে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিজেপির এই উত্থান অভূতপূর্ব এবং খানিকটা ভয়েরও বটে। কেননা পশ্চিমবঙ্গে এখন মুসলিম জনসংখ্যা ৩১ শতাংশ। বামপন্থীরা বা কংগ্রেস মুখে যাই বলুক না কেন, যত ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি ঝাড়ুন, এই বিরাট সংখ্যক মুসলিম ভোটের দিকে যথেষ্ট মনোযোগী পদক্ষেপ নেন বিশেষ করে যে কোনও নির্বাচনকালে। এইসব ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়–এর কোনও রাখ ঢাক নেই। মুসলিম সমাজের অবহেলিত মানুষজনের পক্ষে তিনি দরদী মনোভাব নিয়েই অগ্রসর হন। সর্বধর্ম সমন্বয়–এর মাধ্যমেই সামাজিক ন্যায় বিচারের পক্ষে দাঁড়ান।

এই সংসদীয় ভোটের একটা অঙ্ক যে ২০১৬ বিধানসভা ভোটে এক প্রলম্বিত ছায়া ফেলবে না তা বলা যায় না। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ২০১৪ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে নরেন্দ্রভাই মোদির যে প্রচারের আগ্রাসন সেটা কংগ্রেস বা বামপন্থীরা বোঝেননি। আর বুঝলেও ভেবেছিলেন ভোট কাটাকাটি অঙ্কে একমাত্র লোকসান তৃণমূলের। অতএব ওই দু'দলের বিজেপিকে আক্রমণের ধারও ততো প্রকট ছিল না। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এটা অনুমান করেছিলেন সম্ভবত। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ওঠা পড়ার মধ্যে দিয়ে উনি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভব থেকে কাজ করে যান। ওর কাজ নৈতিক চলমানতাকে প্রণিধান এবং নীতির প্রায়োগিক কৌশল অবশ্যই এই রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়।

নির্বাচন শুরু হয়েছিল ২০১৪'র এপ্রিল ৭ থেকে আর শেষ হয় মে মাসের ১২ তারিখে। এই দিনগুলোতে উনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। প্রচারের কাজে বারবার এই রাজ্যের দক্ষিণ থেকে উত্তর আর পশ্চিম থেকে পুবে বার বার ছুটেছেন। রাজনৈতিক আক্রমণ করেছেন বামপন্থী দলের নেতৃত্বকে, ক্ষীয়মাণ কংগ্রেসকে। এদের সম্মিলিত জোটরা ওর কথায় 'সিন্ডিকেটকে'। তবে অবশ্যই আক্রমণের তীক্ষ্ণতার অভিমুখ ছিল রাজ্য বিজেপির দিকে। এটা না হলে এই বঙ্গে বিজেপির আসন আরও দু–একটি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

২০১৪'র সংসদীয় নির্বাচন ভারতীয় রাজনীতি এক জলবিভাজিকা। বিজেপি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসীন হচ্ছে নরেন্দ্র ভাই মোদির নেতৃত্বে। সঙ্গে নিচ্ছে এনডিএর অপর শরিকদেরকে। বিজেপির উদ্বৃত্ত সংখ্যা গরিষ্ঠতা (২৮৩) আর সম্মিলিতভাবে এনডিএ'র সংখ্যা ৩৩৫। ১৯৮০ দশকের পর এই প্রথম একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল ক্ষমতায় এল। সরকারের স্থিতি স্থাপকতা বাড়ল। কিন্তু এখনি বলা যাবে না প্রশাসন যন্ত্র সুশাসনের দিকে এগোতে পারবে কিনা। এখানে অবশ্যই থাকা দরকার একটা শক্তপোক্ত বিরোধী দল বা দলগোষ্ঠী।

সরকার গঠনে তৃণমূলের কোনও আপাত ভূমিকা নেই। তবে ওড়িশার নবীন পট্টনায়ক–এর বিজেডি, জয়ললিতার এআইডিএমকে এবং ৩৪টা আসন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং দলতন্ত্র আর অবশ্যই ধর্মীয় আবেগকে সংযত করতে সক্ষম হবে।

কলকাতায় ৭ মাসে ডিজিটাইজেশন ৫৬%, রেশন দোকানের অস্তিত্ব সংকটে

বরুণ মণ্ডল • কলকাতা

সারা রাজ্যের সঙ্গে কলকাতা শহরেও রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে রাজ্য খাদ্য দফতর থেকে দেওয়া রেশন কার্ডগুলি ডিজিটাইজেশনের কাজ গত ২৯ অক্টোবর শুরু হয়েছে। খাদ্য দফতর থেকে সারকুলারটি প্রকাশ পায় গত ৮ অক্টোবর। ৭ মাস অতিক্রান্ত অথচ রাজ্যের উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ হলেও কলকাতা শহরের ১৪৪টি ওয়ার্ডের বহু জায়গায় ৫০ শতাংশ কাজও এগোয়নি। শহরের কিছু জায়গায় কাজ শেষের পথে। যেমন সাবএরিয়া বড়বাজারে ৯০ শতাংশ, সাবএরিয়া জোড়াসাঁকোয় ৮২ শতাংশ, সাবএরিয়া মানিকতলা টুয়ে ৮০ শতাংশ ডিজিটাইজেশনের কাজ এগিয়েছে। কিন্তু কলকাতার সবএরিয়া বেনিয়াপুকুর, গার্ডেনরিচ, বেলেঘাটা, নিউআলিপুর, মুচিপাড়া, ওয়াটগঞ্জ এই ছয় সাবএরিয়ায় ডিজিটাইজেশনের কাজ ৫০ শতাংশও এগোয়নি গত ৭ মাসে। প্রসঙ্গত, কলকাতায় মোট সাবএরিয়া রয়েছে ২৩টি। খাদ্য দফতর সূত্রে খবর, কলকাতা শহরে সব মিলিয়ে ৯৬৬টি রেশন দোকান আছে। তার ৪২৬টিতে এখনও কলকাতা শহরে সব কাজ বাকি। রাজ্যে কাজে অগ্রগতি গত ৭ মাসে ৫৬ শতাংশ। খাদ্য দফতর থেকে দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে রাজ্যে মোট রেশন কার্ড আছে ৫২,৫৪,৬১৩টি। গত ২৬ মে পর্যন্ত রেশন কার্ড থেকে ডাটা সংগ্রহ হয়েছে ২৯, ৫৯, ৭৮৭টি। তবে একটি তথ্যে ভীষণ অবাক লাগে গত ৭ মাসে মাত্র ৩০টি 'ফেয়ার প্রাইজ শপ' থেকে তথ্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ হয়েছে। জোড়াসাঁকো সবএরিয়ার ছ'টি, পার্কস্ট্রিট ও টালিগঞ্জ সাবএরিয়ার চারটি করে এফপিএস–এর ডাটা সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। উল্টো দিকে গত ৭ মাসে ১০টি সাবএরিয়ার একটিও এফপিএস থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। যেমন বালিগঞ্জ, বেলেঘাটা, ভবানীপুর, বহুবাজার, বড়বাজার, চিতপুর, মুচিপাড়া, নিউআলিপুর, শ্যামপুকুর ও ওয়াটগঞ্জ সাবএরিয়ার একটিও এফপিএসের ডাটা সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। ডিজিটাইজেশন কাজের এজেন্সি হিসেবে আছে 'উইপ্রো'। সম্প্রতি রাজ্যের খাদ্য দফতরের সচিব অনিল ভর্মা কেন্দ্রীয় পুরভবনে পুরপ্রতিনিধিদের সঙ্গে এক সাক্ষাতে এলে উপস্থিত পুরপ্রতিনিধিরা ডিজিটাইজেশনের কাজে এই বিলম্বের জন্য খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের তৎপরতার অভাবকে দায়ি করেছেন। অনিলবাবুর বক্তব্য, খাদ্য দফতরের আধিকারিক ও পুরপ্রতিনিধিরা একসঙ্গে উদ্যোগী হলে কাজে গতি আসবে। এদিকে এফপিএসের মালিকপক্ষ অর্থাৎ লাইসেন্স হোল্ডারদের বক্তব্য ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ রূপে চালু হওয়ার পর খাদ্য দফতর থেকে এফপিএসের যে লাইসেন্স পেয়েছেন তা সরকারে হাতে ফেরৎ দেবে কারণ তাঁদের বক্তব্য রেশন দোকান চালিয়ে বর্তমানে দোকানদারদের কোনও লাভ হয় না উল্টে মাসে বেশ কিছু টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। এপিএল কার্ড হোল্ডারদের বর্তমানে সপ্তাহে কার্ডপ্রতি ৩৯০ গ্রাম করে গম বিক্রি করে তাদের কোনও লাভ হয় না। তাছাড়া বিপিএল কার্ড হোল্ডারদের মালপত্রই বা খাদ্যদফতর দিচ্ছে কোথায়? তাই বিনালাভে রেশন দোকান রেখে কী লাভ? উল্টে ব্যয় বৃদ্ধি। অতএব, লাইসেন্স সরকারের হাতে তুলে দেওয়াই মঙ্গল।

কলকাতার সাবএরিয়া	ফেয়ার প্রাইজ শপ সংখ্যা	অপারেটর সংখ্যা	৮০–৯০% সম্পূর্ণ হওয়ার সংখ্যা	১০০% ও তার বেশি সম্পূর্ণ হওয়ার সংখ্যা	সার্বিক অগ্রগতি
১. মুচিপাড়া	৬৫	২৪	১৩	০	৩৫%
২. বেলেঘাটা	৬২	৩৯	১৭	০	৪৫%
৩. বালিগঞ্জ	৬২	২৯	২১	০	৫৫%
৪. গার্ডেনরিচ	৬০	৩৪	১৫	১	৪৮%
৫. ওয়াটগঞ্জ	৫৬	৩১	১০	০	৩২%
৬. যাদবপুর	৫৬	১৫	২৮	২	৫৩%
৭. বেহালা পূর্ব	৫৪	১৩	৩০	১	৬৮%
৮. হালতু	৫৩	২২	৩৪	১	৭২%
৯. টালিগঞ্জ	৫৩	২০	২০	৪	৫৯%
১০. আমহার্স্ট্রিট	৫১	২২	১৯	২	৬৯%
১১. বেনিয়াপুকুর	৪৭	১৬	১১	১	৪৭%
১২. মানিকতলা–১	৪৪	২১	১২	২	৫৮%
১৩. জোড়াসাঁকো	৪০	১৩	২১	৬	৮২%
১৪. বেহালা পশ্চিম	৩৯	০৮	২৩	১	৬১%
১৫. পার্কস্ট্রিট	৩৪	১৫	১১	৪	৭১%
১৬. কাশীপুর	৩১	১৫	১০	০	৫৩%
১৭. ভবানীপুর	৩০	২০	০৬	০	৫৭%
১৮. চিতপুর	২৬	১৫	১০	০	৫৩%
১৯. শ্যামপুর	২৬	১৪	১১	০	৭১%
২০. নিউআলিপুর	২৪	০৮	০৭	০	৪৩%
২১. মানিকতলা–২	১৯	১০	১১	২	৮০%
২২. বহুবাজার	১৭	০৫	০৮	০	৬২%
২৩. বড়বাজার	১৫	০৩	১৩	০	৯০%
সর্বমোট	**৯৬৪**	**৪১২**	**৩৫৮**	**৩০**	**৫৬%**

দেশদেশান্তরে

ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে প্রকৃত ভারতীয়রাই সংখ্যালঘু

সামনেই বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন। ভোট বৈতরণী পার হতে শেখ হাসিনা ছিটমহল সমস্যার সমাধান করে বাংলাদেশি ভোটারদের প্রভাবিত করতে চান। ভারত সরকারেরও ইচ্ছে তড়িঘড়ি ছিট বিনিময় করে হাসিনাকে সে দেশের ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। কারণ, খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশে মৌলবাদী শাসন কায়েম হবে, যা কিনা ভারতের পক্ষে এক চরম সমস্যা হয়ে দেখা যাবে। হাসিনাকে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে বাংলাদেশের মৌলবাদ দমনের মতো কাল্পনিক কুটনীতির পিছনে ছুটে গত ইউপিএ সরকার যে ভারতের ভূমিগত স্বার্থ ও প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের বৈধ অধিকারের পিঠে ছুরি মারতে চেয়েছে সে চিত্রই উঠে এসেছে ছিটমহলের বাসিন্দা এক প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক বলরাম বর্মনের সাক্ষাৎকারে। স্বস্তিকা পত্রিকার জন্য সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সাধন কুমার পাল। সেটিকেই পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল।

● আপনার নাম কি?

শ্রী বলরাম বর্মণ।

● আপনি কোন ছিটের বাসিন্দা?

তখন কোচবিহার পৃথক রাজ্য ছিল। শাসন করতেন কোচবিহারের রাজা। সেই সময় থেকে বংশানুক্রমে আমার পরিবার বাংলাদেশ ঘেরা ১১২নং বাঁশকাটা নামক ভারতীয় ছিটের বাসিন্দা।

● আপনার বর্তমান ঠিকানা কি?

আমার এবং আমার এক ছেলে ও দুই মেয়ের বর্তমান ঠিকানা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২নং গেট সংলগ্ন বিধানপল্লী হলেও আমার স্ত্রী স্বপ্না বর্মণ এখনও ১১২নং বাঁশকাটা ছিটমহলে আমার পৈতৃক ভিটেতেই বসবাস করছে।

● আপনি কবে থেকে ভারতের মূল ভূখণ্ডে উদ্বাস্তু হিসেবে বসবাস করছেন?

২০১০ থেকে।

● আপনি ছিটমহলের পৈতৃক ভিটে ছেড়ে দেশের মূল ভূখণ্ডে কেন উদ্বাস্তু হিসেবে বসবাস করছেন?

দেখুন শখ করে কেউ পৈতৃক ভিটে ছাড়ে না। **●না, আমি আপনার ছেড়ে আসার পিছনে প্রকৃত কারণ জানতে চাইছি।**

১১২ নং বাঁশকাটা ছিটমহলে আমার পৈতৃক জমিজমার ২৬ বিঘা ৯ কাটা ১১ ধুর জমি অন্যায়ভাবে বাংলাদেশি নাগরিকরা জবর দখল করে নেয়। আমি বিভিন্ন সময়ে এ ব্যাপারে বাংলাদেশের পাটগ্রাম লালমণির হাটের উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কোচবিহারের ডি.এম, মাথাভাঙা মহকুমার এসডিও, মাথাভাঙা–২ এর বিডিও, এমনকী দিল্লির স্বরাষ্ট্র দফতরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছি।

● আপনার কাছে ওই সমস্ত অভিযোগ পত্র ও জমিজমার কোনও প্রামাণ্য নথিপত্র আছে কি?

বলরাম বর্মণ মূল নথির ফটোকপি প্রতিবেদকের হাতে তুলে দেয়। যাতে দেখা যায় ১৯৪০ সালের জমির খতিয়ান, ২৪.১২.২০০৫, ০১.০৩.২০০৯, ০৩.০৬.২০০৯, ২৭.১০.২০০৯ তারিখে দায়ের করা বিভিন্ন অভিযোগ পত্র, সভাপতি৷সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লিগ পাটগ্রাম উপজেলা শাখার কাছে পাঠানো জবর দখলের অভিযোগ পত্র, বলরাম বর্মনকে পাঠানো পাটগ্রাম–লালমণির হাটের উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজি আবুতাহেরের শুনানির নোটিশের মতো প্রচুর নথিপত্রের ফটোকপি।

● এই সমস্ত অভিযোগের কোনও সুফল পেয়েছেন কি?

না। ভারত সরকার ও ভারতের কোনও সরকারি দফতর থেকে আজ পর্যন্ত কোনওরকম সাড়াশব্দ পাইনি। একমাত্র পাটগ্রাম–লালমণির হাট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পক্ষ থেকে এই জবর দখলের অভিযোগের শুনানির আয়োজন করা হয়েছিল। বাংলাদেশ আওয়ামি লিগের পাটগ্রাম উপজেলা শাখার সভাপতির নির্দেশে জোংড়া ইউনিয়ন সভাপতি সরেজমিনে তদন্ত করেছিলেন। কিন্তু এই সরেজমিন তদন্তের পর জবরদখলকারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ৩০০৺৪০০ বাংলাদেশি নাগরিক নিয়ে ১৮.০১.২০১০ তারিখ সকাল ৮ টায় আমার ১১২ নং বাঁশকাটা ছিটের বাড়িতে লুটপাট চালায়, প্রাণনাশের হুমকি দেয় এবং আগুন ধরিয়ে ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে। আমার স্ত্রীকে শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করে। বাংলাদেশি দুর্বৃত্তরা অমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে জোর পূর্বক নিষিদ্ধ মাংস খাওয়ানোর চেষ্টা করে। ওই মাংস না খাওয়াতে নৃশংসভাবে ওকে মারধর করে। মারধর করে আমার স্ত্রীকেও। জোংড়া ইউনিয়নের আওয়ামি লিগের সভাপতি আতোয়ার হোসেন দয়াপরবশ হয়ে আমার স্ত্রী ও ছেলেকে উদ্ধার করে পাটগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখান থেকে ওদের রংপুর মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

● এতটা অত্যাচারিত হওয়ার পর আপনি আপনার স্ত্রীকে ওপারে ফেলে রেখে এলেন কেন?

আসলে এই ঘটনার পর আমার স্ত্রীকে দিয়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে লালমণির হাট আদালতে মামলা করা হয়। এতে আসামীরা ক্ষুব্ধ হয়ে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার জন্য খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। এরপর পরিবারের সবার অনুরোধে আমি আমার দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে আশ্রয় নিই। মোকদ্দমা চালানোর জন্য আমার স্ত্রী ওপারেই থেকে যায়।

● এখন আপনার জমিজমাগুলি কি অবস্থায় আছে?

খবর এসেছে যে জবর দখলকারীরা দলিল করে আমার জমি হাতিয়ে নিচ্ছে।

● আপনার ছিট ১১২নং বাঁশকাটা ছিটমহল থেকে কত জন অত্যাচারিত হয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে আশ্রয় নেয়?

যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৭–৪৮–এ পাকিস্তান সৃষ্টির সময় ১১২নং বাঁশকাটা ছিটে চারশোটির মতো হিন্দু পরিবার ছিল। এখন সেখানে আমার পরিবার–সহ মাত্র দুটি হিন্দু পরিবার অবশিষ্ট আছে। জমির চেয়ে জীবন বড়। সেজন্য জমি বাড়ি ছেড়ে জীবন বাঁচানোর জন্য সবাই ভারতের মূল ভূখণ্ডে উদ্বাস্তুর মতো জীবনযাপন করছে। মোট কথা, বাংলাদেশ ঘেরা ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে এখন প্রকৃত ভারতীয়রাই সংখ্যালঘু।

●আপনি শুধু হিন্দুদের কথা বলছেন। কিন্তু ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে কোচবিহারের রাজার আমল থেকে প্রকৃত ভারতীয় মুসলিমরাও তো বসবাস করত। তারা কেমন আছে?

শুধু হিন্দুরাই নয়, প্রকৃত ভারতীয় মুসলমানদেরও বাংলাদেশী মুসলমানরা ছিট থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আসলে আমার মনে হয় বাংলাদেশী মুসলমানরা প্রকৃত ভারতীয় মুসলমানদেরও শত্রু হিসেবে দেখে।

● ছিটমহল থেকে উদ্বাস্তু হয়ে যারা ভারতের মূল ভূ–খণ্ডে বসবাস করছে তাদের জমি জায়গাগুলি কি অবস্থায় আছে?

এদের স্থাবর–অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বাংলাদেশী মুসলমানরা জবরদখল করে ভারতীয় ছিটমহলে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ২০১১ সালে ভারত সরকার যে জনগণনা করেছে তাতে প্রকৃতপক্ষে এই জবরদখলকারী বাংলাদেশীদেরই মাথাগুনতি করা হয়েছে। বাদ গেছে ভারতের মূল ভূখণ্ডে উদ্বাস্তু হয়ে বসবাসকারী ছিটমহলের প্রকৃত ভারতীয়রা।

● তাহলে আপনারা কি ২০১১ সালে ছিটমহলের জনগণনাকে প্রকৃত জনগণনা বলে মনে করেন না?

না। কারণ ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে কারা জবর দখলকারী আর কারা প্রকৃত ভারতীয় সেটা যাচাই করে জনগণনা হয়নি। ভারতীয় ছিটগুলিতে এখন যারা বসবাস করছে তারা বেশিরভাগই জবরদখলকারী বাংলাদেশি মুসলমান, ফলে গণনাকারীরা প্রকৃতপক্ষে সামান্যসংখ্যক ভারতীয়ের সঙ্গে এই জবরদখলকারী বাংলাদেশি মুসলমানদের মাথাগুনতি করে ফিরে এসেছে। যারা ছিটমহল থেকে অত্যাচারিত হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে শুধুমাত্র জীবনটুকু হাতে নিয়ে আমার মতো ভারতের মূল ভূখণ্ডে বসবাস করছে তারা গণনায় বাদ পড়েছে। আমরা না হয় মূর্খ–নির্বোধ মানুষ, অত বিদ্যাবুদ্ধি নেই পেটে। আপনিই বলুন তো এটা কি জনগণনা হলো?

● এই যে ছিটমহলের জমি জবরদখলের কথা বললেন, আপনি কি মনে করেন এই জবরদখলকারীদের পিছনে কোনও রাজনৈতিক শক্তি আছে?

অবশ্যই। যারা ভারতকে শত্রুদেশ বলে মনে করে যেমন খালেদা জিয়ার বিএনপি, জামায়েত গোষ্ঠী, এরশাদের দল, এরাই ভারতীয় ছিটমহলের জমি জবরদখলের নীলনকশা তৈরি করে ও সক্রিয় মদত যোগায়। এরাই ছিটমহলের নাম দিয়ে সংগঠন তৈরি করে বাংলাদেশকে ভারতের জমি পাইয়ে দেওয়ার জন্য নানা আন্দোলন করছে। এই সংগঠনের সঙ্গে দিনহাটা মহকুমার এক প্রভাবশালী ভারতীয় আছে। আমার মনে হয় এরা বাংলাদেশের বিভিন্ন মৌলবাদী গোষ্ঠী থেকে টাকা পয়সাও পায়।

● আপনি কি এই ভারতীয়টি ও তার সংগঠনটির নাম জানেন?

জানলেও বলব না। কারণ আমার কাছে এই সমস্ত কথার প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু এদের কার্যকলাপ দেখলে পরিষ্কার বোঝা যাবে এরা বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করছে। যেমন, এরা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশি ছিটমহলে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের দুঃখ দুর্দশার কথাই বলে। বাংলাদেশ ঘেরা ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে বসবাসকারী ভারতীয়দের নৃশংস অত্যাচারের মাধ্যমে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের জমিজায়গা জবরদখল করে নেওয়া হচ্ছে তা ভুলেও উচ্চারণ করে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে ভারতীয় ছিটে ভারতীয়দের দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনে বাধ্য করে।

● বাংলাদেশ সরকারের তরফে কি ভারতীয় ছিটের জমি ব্যবহারের অভিযোগ আছে?

হ্যাঁ। আমার ১১২নং বাঁশকাটা ছিটের দুই কিলোমিটার ভূখণ্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশ সরকার অবাধে ট্রেন ও বাস চালাচ্ছে। এই ছিটের জমিতে রেল স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড তৈরি করেছে, তিন কিলোমিটার বিদ্যুতের লাইন টেনেছে। ১১৫নং ছিটের জমি ব্যবহার করে বাংলাদেশ সরকার ধরলা নদীতে চার কিলোমিটার বাঁধ দিয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশের স্ট্যাম্প পেপার দিয়ে ভারতীয় ছিটের জমি বিক্রি হচ্ছে, এমন প্রমাণও আমার হাতে আছে।

● আপনি কি জানেন ১১১টি ভারতীয় ছিটের সঙ্গে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটের বিনিময় হতে চলেছে?

হ্যাঁ জানি। কিন্তু আমরা বর্তমান অবস্থায় ছিট বিনিময় চাই না। কারণ এতে ভারতের ১০ হাজার একরেরও বেশি বাড়তি জমি বাংলাদেশ পাবে। আমার মতো হাজার হাজার ছিট মহলের উদ্বাস্তুদের ভবিষ্যৎ চিরকালের জন্য অন্ধকার হয়ে যাবে।

● ছিট বিনিময় ছাড়া এই সমস্যার সমাধান কীভাবে সম্ভব বলে মনে হয় আপনার।

দেখুন, আমার মতে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা থানার অধীন বাঁশকাটা ছিট–গুচ্ছকে যেমন জোংড়া করিডর হলদিবাড়ি থানার অধীন শালবাড়ি, নটকটকা, কাজলদিঘি, বেউলাডাঙ্গা, নাজিরগঞ্জের মতো ছিটগুচ্ছকে আড়াই বিঘা বা দেড় বিঘা করিডরের মাধ্যমে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য ভারতের তরফে উদ্যোগী হতে হবে। ঠিক যেমন তিনবিঘা করিডরের মাধ্যমে দহগ্রা–আঙ্গার পোতাকে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। করিডরের মাধ্যমে যুক্ত করলে ওই সমস্ত ভূখণ্ডে ভারতের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। নথিপত্রের ভিত্তিতে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে। আমাদের মতো ছিটমহলের উদ্বাস্তুদের ওই সমস্ত ছিটমহলে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে। এরকম করিডরের মাধ্যমে ছিটগুচ্ছগুলিকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে ছিট বিনিময় করলে ভারতের ১০ হাজার একরের মতো বিশাল পরিমাণ জমি ক্ষতি হবে না।

● এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যম আপনি কি ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের কাছে কোনও আবেদন করতে চান?

আমরা চাই যতদিন ছিট সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হচ্ছে ততদিন আমরা যারা প্রকৃত ভারতীয় ছিটমহলবাসী তাদের নথিপত্র খতিয়ে দেখে আধার কার্ডের মতো এমন পরিচয়পত্র দেওয়া হোক যাতে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো দেশের মূল ভূখণ্ডে যাতায়াত করতে পারি। সরকার অবিলম্বে ছিট থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষদের জনগণনায় অন্তর্ভুক্ত করে বৈধ নাগরিক সুযোগ সুবিধাসহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলে আমরা মানুষের মতো বাঁচাতে পারি। আমি এখন শিলিগুড়ি শিবমন্দির এলাকায় থাকি। চোখের সামনে দেখছি নেপাল থেকে কত নেপালি অবৈধভাবে এ দেশে এসে জমিজায়গা কিনে বুক উঁচু করে ভারতীয় নাগরিক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমরা প্রকৃত ভারতীয় হয়েও সহায়সম্বলহীন অবস্থায় ব্রাত্যজন হয়ে দিন কাটাচ্ছি। জানি না ঈশ্বর আমাদের কপালে কি লিখে রেখেছেন।

দেবভূমির অন্তরমহলে

সুজিত চক্রবর্তী

বদ্রীনাথ

রুদ্রপ্রয়াগে রাত কাটিয়ে সকাল ন'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম প্রায় ১৭০ কিলোমিটার দূর বদ্রীনাথের দিকে। দুপুর দুটোর ফটকটা খোলা পেয়েছিলাম, পৌঁছে গেলাম বিকেল পাঁচটা নাগাদ। অসংখ্য যাত্রীর ভিড়, প্রায় গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি। ছোটো শহর, উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় সাধারণ যাত্রীদের খুবই অসুবিধা। থাকার জায়গা বেশিরভাগই আশ্রম বা ধর্মশালা গোছের। সব চাইতে ভাল থাকার জায়গা বলতে ভারত সেবাশ্রমের অতিথিশালা, যেখানে মণ্ডল আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছিল। ভারত সেবাশ্রমের মহারাজ বাঙালি, আলাপ করতে খুশি হলেন, কিন্তু এখানে খাওয়াদাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। গেস্টহাউসের বাইরেই অজস্র রেস্তোঁরা।

বদ্রীনাথ ধাম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচুতে অলকানন্দা নদীর তীরে, নর এবং নারায়ণ নামে দুই পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থিত। এই মন্দিরটি বিষ্ণু মন্দির, আনুমানিক দ্বিতীয় শতাব্দীতে তৎকালীন গাড়োয়ালের রাজার দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল। তারপর আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে শ্রী শ্রী আদি শঙ্করাচার্য এই মন্দিরটির সংস্কার এবং পুনরস্থাপনা করেন। মন্দিরে বিষ্ণু মুর্ত্তি ছাড়াও লক্ষ্মী, গণেশ, শিব পার্ব্বতী এবং গরুড়ের মুর্ত্তি দেখা যায়। এই মন্দিরের তিনটি অংশ আছে, গর্ভগৃহ, দর্শণ মণ্ডপ এবং শোভা মণ্ডপ। মন্দিরের পিছনে রজতশুভ্র নীলকণ্ঠ পর্বতমালা মন্দিরের সৌন্দর্য আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। মন্দিরের ঢোকার মুখে একটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, অনেকে সেখানে স্নান করে তারপর বিগ্রহ দর্শণে যায়। শীতকালে মন্দির বন্ধ হয়ে যায় আর বিগ্রহ নীচে জোশীমঠে অলকানন্দা আর যৌলিগঙ্গার সঙ্গম স্থলে চলে আসে। মন্দিরে এমনিতেই সারাদিন দর্শণার্থীদের ভিড় থাকে আর সন্ধ্যার সময় তা যেন উপচে পড়ে, আরতি দেখার জন্য। এছাড়া মন্দিরে ঢোকার পথে প্রায় এক কিলোমিটার ধরে রাস্তার দু'পাশে বাজার বসে, আর সেখানে ঠাকুর দেবতাদের ছোটবড় নানা সাইজের মূর্তি, হার, কাঁচের চুড়ি এবং দেশের সমস্ত প্রদেশের শিল্পকলা বিক্রি হয়। সেখানেও প্রচুর সংখ্যক যাত্রীদের ভিড় লেগে থাকে। আমরাও আর পাঁচ জনের মতো ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম আর বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা বেশ কয়েকজন ভক্তবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করে মনে অসীম তৃপ্তি লাভ করলাম। তারপর মন্দিরে আরতি দেখে একেবারে নৈশভোজ সেরে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম।

বিষ্ণুপ্রয়াগ

আগেই বলেছি বদ্রীনাথে ভীষণ ভিড় আর পুজো দেওয়ার বিশাল লম্বা লাইন পড়ে। মহারাজের উপদেশ অনুযায়ী, তাই ভোর চারটায় উঠে স্নান করে মন্দিরে পুজো দিতে চলে গেলাম। মন্দিরের প্রাঙ্গনে অবস্থিত একটা দোকান থেকে পুজো সামগ্রী ভরা থালা নিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম সেই কাকভোরেও প্রায় পাঁচশো লোকের পিছনে। দেখতে দেখতে আমার পিছনে কাতারে কাতারে লোক এসে দাঁড়াতে লাগল। তবে দু'ঘণ্টার মধ্যেই আমার পুজো দেওয়া হয়ে গেল আর আমরা মন্দির পরিক্রমা করে প্রাতরাশ সেরে অতিথিশালায় ফিরে এলাম। তারপর মহারাজের অনুমতি নিয়ে রওনা দিলাম ৪৫ কিলোমিটার দূরের পথ জোশীমঠে।

প্রথম ৩২ কিলোমিটার যেতে পড়ল, পাঁচ প্রয়াগের প্রথম প্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ। বিষ্ণুপ্রয়াগ অলকানন্দা আর যৌলিগঙ্গা নদীর সঙ্গম স্থল। অলকানন্দার আরেকটি নাম বিষ্ণুগঙ্গা। অলকানন্দা হিমালয়ের সোনপত হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে বদ্রীনাথ মন্দির হয়ে প্রায় ২৫ কিলোমিটার পরে যৌলিগঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। যৌলিগঙ্গা নদীর উৎপত্তি হিমালয়ের নিতি পাস থেকে। ১৮৮৯ সালে ইন্দোরের মহারানী অহল্যাবাই এখানে ভগবান বিষ্ণুর মন্দির স্থাপনা করেন।

বিষ্ণপ্রয়াগ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে চার হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এখানে সুবিধামতো থাকবার কোনও জায়গা নেই। কাছেই একটা ছোট্ট জনপদ, নাম হনুমান চট্টি। এখানে একটা হনুমান মন্দির রয়েছে, কবেকার কেউ জানে না।

মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী পাণ্ডবদের বনবাসের সময় এখানেই পনবপুত্র হনুমানের সঙ্গে মহাবলী ভীমের দেখা হয়েছিল। হনুমান ভীমের শক্তির অহংকার ভঙ্গ করার জন্য এক বৃদ্ধ বানরের রূপে তার পথের ওপর নিজের লেজ বিস্তার করে বসেছিল। ভীম তাকে লেজ সরানোর জন্য অনুরোধ করায় হনুমান ওকে নিজেই সরিয়ে নিতে বলে। ভীম অনেক চেষ্টা করেও লেজ এতটুকুও নড়াতে পারে না আর হার স্বীকার করে বৃদ্ধ বানরের প্রকৃত পরিচয় জানতে চায়। হনুমান তার পরিচয় দেওয়ার পর ভীম তার কাছে ক্ষমা চায় আর এভাবেই তার শক্তির অহংকার ভঙ্গ হয়। ভীম তখন হনুমানকে পাণ্ডব–কৌরবদের যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দিতে অনুরোধ করে আর তখন হনুমান তাকে যুদ্ধের সময় অর্জুনের রথের ধ্বজায় অবস্থান করবে বলে কথা দেয়। দু'ঘণ্টা মতন সঙ্গম আর লেকের আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়ে বেলা দশটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম জোশীমঠে। মণ্ডলের আয়োজিত রেস্টহাউসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখতে। চামোলি জেলায় সমুদ্রতল থেকে ৬০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই ছোট্ট শহর। জনসংখ্যা প্রায় ১৫০০০। পর্যটকদের সেবাই এই শহরের বাসিন্দাদের মুখ্য উপজীবিকা। বদ্রীনাথ ধামের ঠিক আগেই পড়ে এই শহর, ফলে প্রচুর পরিমাণ পর্যটকদের আগমন হয় এই শহরে বছরের মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। সাধারণ দোকান পাট ছাড়া, নানাস্তরের হোটেল, রেস্তোঁরা, যানবাহন, মোটর গ্যারাজ এবং পরিবহনের ব্যবসা এখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দাদেরই রুটিরুজি। এছাড়া সরকারি চাকরি তো আছেই। জোশীমঠের প্রধান আকর্ষণ শ্রী আদি শঙ্করাচার্যের স্থাপিত চারটি জ্যোর্তিমঠের মধ্যে একটি। বাকী মঠগুলো শৃঙ্গেরী, পরী আর দ্বারকায়। প্রত্যেকটি মঠেরই প্রধান কে শঙ্করাচার্য বলা হয়। মঠের ভিতরে রয়েছে শ্রী বদ্রীনারায়ণ এবং রাজরাজেশ্বরী দেবীর মন্দির যেখানে নিয়মিতভাবে পুজো হয়ে থাকে। জোশীমঠের আরেকটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান নরসিংহ মন্দির। এখানে ভগবান বিষ্ণুর অবতার নরসিংহ দেবের বিগ্রহ আছে। শীতকালে বদ্রীনাথ ধাম মন্দির বন্ধ হয়ে গেলে বদ্রীনাথের বিগ্রহ এই নরসিংহ মন্দিরে নিয়ে আসা হয় আর ছ'মাস পর্যন্ত যতক্ষণ না আবার মন্দির খোলে, এখানেই পুজো চলতে থাকে। জোশীমঠের কাছেই পাহাড়ের ওপর আউলি নামে একটা দর্শনীয় জায়গা আছে। রোপওয়েতে চড়ে যেতে হয়। সমুদ্রবক্ষ থেকে প্রায় ১০০০০ ফুট উঁচুতে। বর্ষাকাল ছাড়া এখান থেকে বছরের সবসময়েই পূর্ব থেকে পশ্চিম অবধি বিস্তৃত বরফাচ্ছাদিত হিমালয় দেখা যায়। অক্টোবর মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত আউলি বরফে ঢেকে থাকে।

ট্র্যাভেল্যান্ডিকের টুরিস্ট ম্যাপে কলকাতা

সুমন্ত ভৌমিক

গত বুধবার ট্র্যাভেল্যান্ডিক–এর উদ্যানে রাজ স্প্যানিশ কাফে–এর আড্ডার মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ ঘটল ট্র্যাভেল্যান্ডিক কলকাতা ট্যুরিস্ট ম্যাপ ও গাইড। এই আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী। আড্ডার ছলে সব্যসাচী জানান তার বাড়িতে অসংখ্য এই ধরনের ম্যাপ ও গাইডে আলমারির তাক ভরে গেছে। স্ত্রী রাগ করেন বটে, কিন্তু ম্যাপ হাতে থাকলে কোথাও যেতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু সেই ম্যাপ যেন সঠিক হয়। অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে সব্যসাচী বলেন, তিনি একবার এক জায়গায় ম্যাপ দেখে যেতে গিয়ে দেখেন ৬০

কিমি'র পর আর রাস্তা নেই, সব্যসাচী বলেন এই ম্যাপেও আরও রাস্তা বা গলি দিলে ভাল হতো। উদ্যোক্তারা অবশ্য লেখা ছোট হয়ে যাওয়ার কারণ দেখান। এই ম্যাপে মেট্রোর রুট দেওয়া আছে। কোন স্টেশনে নামলে কোথায় যাওয়া যাবে। কলকাতার কিছু বিশেষ জায়গার নাম ও বর্ণনা দেওয়া আছে আর সাথে আছে কিছু হোটেল, রেঁস্তোরা ও কাফের নাম ও ঠিকানা। অনেকের মতে, যেসব হোটেল বা ক্যাফের নাম দেওয়া আছে সেগুলিতে সব বিদেশি খাবার পাওয়া যায়। দাবি ওঠে, এমন হোটেল এর নাম দেওয়া হোক যেখানে শুধু বাঙালি খাবার পাওয়া যায়। যাতে বিদেশিরাও বাঙালি খাবার সম্পর্কে জানতে পারে।

সব্যসাচী বলেন যে, এর সঙ্গে যদি থাকে শিয়ালদহ থেকে কি কি ট্রেন ছাড়ছে, মেট্রোর আর নতুন কি কি প্রসারণ হচ্ছে, বিমানবন্দর, কলকাতায় কখন এলে ভালো বা কখন কলকাতায় কোন কোন উৎসব হয়, কোথায় গেলে কোন উৎসব দেখা যাবে এইসব নানা বিষয় এই ম্যাপ ও গাইডে উল্লেখ করে দিলে আরও ভাল হতো।

আড্ডায় উঠে আসে সব্যসাচীর ঋতু পছন্দ। তাঁর মতে ছবি তুলতে গেলে গ্রীষ্মকাল, বাড়ির সকলে মিলে বাচ্চাদের ছুটি থাকলে পুজোর সময় আর যদি আরাম করতে যান তবে শীতকালে। সব্যসাচীর মতে, ভ্রমণের সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা ভারতবর্ষ। এখানে এক–এক শহরের এক–এক বৈচিত্র্য। এই ম্যাপ ও গাইড কলকাতার হোটেল ও দমদম বিমানবন্দরে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞানের নামে অবৈজ্ঞানিক দম্ভের সর্বনাশা যজ্ঞ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে টেনে আনছে

শক্তিভূষণ সরকার

প্রকৃতি দেবী যা করেন, যা ভাবেন – সেটাই হল বিজ্ঞান। মানুষ বিজ্ঞানের নামে অবৈজ্ঞানিক দম্ভের কাজ করে মূলত প্রকৃতিকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। তাই বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রকৃতির সামান্য একটা থাপ্পড় খেয়ে মানুষের সভ্যতার দম্ভের রাজপ্রাসাদ রাতারাতি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে। মরু চাষের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে খরা। এই খরার দাপটে চাষবাস বিপর্যস্ত হচ্ছে। লাগাতার খরায় বন বনান্তরের গাছপালা শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে দাবানল।

প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে তাঁর চিন্তাধারা ও কাজকর্মকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে

বিজ্ঞানসম্মত পরিবর্তন মানুষের সভ্যতার পরিচয় বহন করে। কিন্তু বিজ্ঞানের নামে অবৈজ্ঞানিক দম্ভে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে চলতে গেলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবেই। আর এই প্রতিশোধের সামান্য আঘাতে ঐশ্বর্যমণ্ডিত দাম্ভিক সভ্যতা এক লহমায় ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা প্রকৃতি প্রেমিক নয়। তারা দাম্ভিক দুর্বিনীত। দেশকে কে কত রসাতলে নামাতে পারবে তার সাধনায় তারা মগ্ন। প্রকৃতি প্রেমিক বলে কয়েক ধরণের শৌখিন প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে যারা নিজেদেরকে অতি বিজ্ঞানী বলে পরিচয় দেয় আর কাজ করে প্রকৃতির বিপরীতে। তাই ওই সব প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞানের নামে অবৈজ্ঞানিক কাজেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। যেমন তারা গাছকে ভালবাসার নাম করে গাছ কাটতে বারণ করে। কিন্তু বৃষ্টির জল না পেলে ওই গাছ যে বাঁচবে না এ বোধ তাদের নেই। বৃষ্টি আনার জন্য প্রকৃতিদেবী যে সমস্ত কারখানা তৈরি করেছেন, সরকার তা ধ্বংস করে দেওয়ায় মৌসুমী মৃতপ্রায়। কারখানার নাম মরুভূমি। যাতে সেচ করে মরুর কাজকর্মকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এই মরু চাষ প্রকল্প পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সগর্বে সঙ্ঘটিত হচ্ছে। প্রকৃতি বিরুদ্ধ এ বৈজ্ঞানিক দম্ভের জন্য ভারত উপমহাদেশ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধাক্কায় মার খাচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ায় মারে ডার্লিং উপত্যকা থেকে পশ্চিমের মরুভূমির দিক চেপে অতিরিক্ত সেচ করার পূর্ব পার্শ্ববর্তী 'নীল আল্পস' অঞ্চলের বৃষ্টি কমে গিয়েছে। সেখানে সেচের জলের টান ধরেছে। অস্ট্রেলিয়ার চাষবাস বিপন্ন হয়ে পড়ছে। অস্ট্রেলিয়ার আরও বড় বিপদ দেখা দিয়েছে ঝোপবহ্নি ও দাবানলের ক্রমবৃদ্ধি। সেখানকার ঝোপবহ্নির আসল কারণ আলিপুর বার্তায় প্রথম প্রকাশ হয়েছিল গত ১৬.০৭.১৯৮৩ সালে। এ খবরে উৎসাহিত হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার গ্যারী এমব্রে নামক এক প্রকৃতি গবেষক। তিনি ভারতীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র এবং প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য ভারতে এসে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। গৌড়ীয় চৈতন্য মঠের গ্রন্থাগারে আলিপুর বার্তা পাঠ করে একটি পত্র পাঠিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন এবং এর ইংরাজি অনুবাদ করে অস্ট্রেলিয়ায় প্রকাশ করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

এবার আসি রাশিয়ার কথায়। রাশিয়া নিজেকে বৈজ্ঞানিক দম্ভে বলীয়ান বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ করে তাদের দম্ভ ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। মধ্য এশিয়ার সির দরিয়া – আমুদরিয়ার মরুময় উপত্যকাকে সেচের মাধ্যমে চাষ করেছে। এতে মরুর উত্তাপ কমে গিয়েছে তাই নিম্ন চাপের কেন্দ্রভূমি (L)–এর জোর কমে যাওয়ায় বাতাস প্রবাহের টান কমে গিয়েছে। তাই সাইবেরিয়ার বরফপাত কমে গিয়েছে। স্তেপ তৃণ ভূমিতে হিমবৃষ্টি যার গলা জলে গ্রীষ্ম কালে গম চাষ হয়ে থাকে, তা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। জোরালো টান না থাকায় ইউক্রেনের শস্যভাণ্ডারে টান ধরেছে।

তাছাড়া আমুদরিয়া ও সির দরিয়া গিয়ে মিশেছে আরব সাগরে। নদীর জলে টান ধরায় পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম হ্রদ লবণাক্ত আরব সাগর শুকিয়ে যাচ্ছে। ওখানকার লবণ আশেপাশের ক্ষেত খামারকে লবণাক্ত করে দিয়েছে। এই লবণের অত্যাচারে চাষের জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ায় সেখানকার চাষে বিঘ্ন ঘটছে। বছরের পর বছর টানা লবণের দৌড়াত্বে চাষ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক দম্ভে বলীয়ান রাশিয়া তাই আজ ভিখারির পর্যায়ে পৌঁছেছে। সেখানে খাদ্য সঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। চিরশত্রু আমেরিকার থেকে গম কিনে রাশিয়াবাসীর খাদ্যের যোগান বজায় রাখতে হচ্ছে।

আমেরিকার কলরাডো নেভাডা মরু অঞ্চলে সেচের জন্য মেক্সিকো দীর্ঘস্থায় খরায় ভুগছে। এই খরা কেন হচ্ছে তা জানবার জন্য অনেক পরিবেশ বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন। কিন্তু প্রতিকারের পথ খুঁজে পাননি। পরন্তু উন্নত মানের গমের বীজ আবিষ্কৃত হয়েছে, যে বীজ দিয়ে অতি স্বল্প জলে স্বল্প সময়ে চাষ করে অধিক ফলন পাওয়া যায়। সম্প্রতি আমেরিকার বিভিন্ন এলাকায় যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটা করে চলছে তা এই মরু চাষেরই কুফল।

থর মরু চাষের জন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় হচ্ছে নানাভাবে নানা কায়দায়। ৩২ বছর ধরে একথা ধারাবাহিকভাবে বলা সত্ত্বেও সরকার কান দেয়নি, বর্তমানে যে নতুন সরকার তৈরি হয়েছে সে যদি এ ব্যাপারে নজর না দেয় তবে গোটা ভারতে নেমে আসবে বিপর্যয়, দেশপ্রেমিক সংগঠকদেরকে এ ব্যাপারে জাগ্রত হয়ে মরু চাষ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তা না হলে দেশ বাঁচবে না। এজন্য ব্যাপক গণ আন্দোলন হওয়া দরকার।

১৯৮৩ সালে প্রখ্যাত পরিবেশবিদ ডঃ পার্বতী কুমার সরকার আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত বি.এন. ভরদ্বাজ লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করে পুলকিত হয়ে জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন সংখ্যার পত্রিকা ক্রয় করে আমেরিকায় আলোচনা করলে সেখানকার বিজ্ঞানীমহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। রানীগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের ভূগোলবিদ ড. সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক ভরদ্বাজের প্রবন্ধ পাঠ করে এক বাণ্ডিল আলিপুর বার্তা ব্যক্তিগতভাবে ক্রয় করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করে ভূগোল বিভাগে আলোড়ন তুলেছিলেন এবং নিজের গবেষণামূলক পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন।

চীন–রাশিয়ায় আলিপুর বার্তার বক্তব্য দিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছিল বলে সেসময় রয়টারের মাধ্যমে আমাদের পত্রিকা অফিসে খবর এসেছিল। চীনের মরু চাষের ফলে যে প্রাকৃতিক ক্ষতির কথা বলা হয়েছিল, তা এখনো ভাবনার বিষয়। চীনের উত্তরাংশের মঙ্গোলিয়ায় গোবি মরুভূমিতে হোয়াং–হো নদীর জল দিয়ে আতলান্তিক সেচ করে ফসল ফলাতে গিয়ে উত্তর চীনে মৌসুমী বায়ু আমাদের দেশের মতো দুর্বল হয়ে গিয়েছে। আবার হঠাৎ বৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বন্যার তাণ্ডব ঘটছে। অপরদিকে আণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষার প্রয়োজনে দক্ষিণ–পশ্চিমের সিংকিয়াং মরুভূমিকে বিরক্ত করা হয়নি। সেখানে সেচ বা বসতি কোনোটাই করা হয়নি। তাই ওই মরুভূমির টানে তিব্বত মালভূমির পূর্বদিকের পার্বত্য সিচুয়ান অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কমে নি। বরং বৃষ্টিপাতের বহর বেড়ে বন্যার মাত্রা বেড়েছে।

আফ্রিকার সাহারার উপান্তে নীল নদীর অববাহিকায় সেচ করায় উগান্ডা ইথোপিয়ায় বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেখানে চলেছে লাগামছাড়া খরা। চাষবাস বন্ধ। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর আটভাগের মধ্যে একভাগ মরুভূমি। এই মরুভূমির কাজই বাতাস গরম করে উপড়ে ঠেলে তুলে শূন্যস্থান সৃষ্টি করা। প্রকৃতিতে শূন্য স্থান থাকে না। তাই আশপাশের বাতাস তা পূরণ করতে ছুটে আসে, বায়ু প্রবাহ হয়। এই বায়ু কাছাকাছি সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্প টেনে এনে বৃষ্টি ঘটায় স্থলভাগের বিভিন্ন স্থানে। মরুভূমি বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রকৃতিদেবী সৃষ্টি করেছেন।

আমরা বিজ্ঞানের আহম্মকী দেখিয়ে সেই মরুকে শ্যামলায়িত করলে প্রকৃতিক কাজে বিভ্রাট ঘটবেই ঘটবে। প্রকৃতি এই বৈজ্ঞানিক নামক আহম্মক নির্বোধদের শায়েস্তা করতে প্রতিবাদ করছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ নাম দিয়ে, প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা আখ্যা দিয়ে যতই আস্ফালন করা হোক– প্রকৃতি তা শুনবে না। বিজ্ঞানের নামে অবৈজ্ঞানিক দম্ভের সর্বনাশা যজ্ঞ বন্ধ না করলে মানব সভ্যতার বিনাশ হতে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

তাক লাগালেন সুমন্ত–নীতিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিযোগিতার মানসিকতায় কোনও সংকল্প নিয়ে কাজে লেগে পড়লে কীর্তিমান হওয়া যায়। বিহারের নালন্দা জেলার নদীপাড়ের একটি গ্রাম দরবেশপুরা থেকেই দু'জন কৃষক যুবক কৃষিকাজে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছেন। ধান ও আলু চাষ করে তাঁরা পৃথিবীর মধ্যে রেকর্ড গড়েছেন। সুমন্ত কুমার ও নীতিশ কুমারের জানাই ছিল না যে ধান ও আলু চাষ করে বিশ্বরেকর্ড গড়া যায়। রাজ্য সরকার তিন তিনবার পরীক্ষা করার পরই ঘোষণা করেছে – সুমন্ত প্রতি হেক্টর জমিতে ২২.৪ কুইন্টাল আর তাঁরই প্রতিবেশী নীতিশ কুমার ১৯.৬ কুইন্ট্যাল ধান ফলাচ্ছেন। গ্রামের অন্যান্য যুবকরাও তাদের জমিতে ১৭ থেকে ১৯ কুইন্ট্যাল প্রতি হেক্টর জমিতে ফলাচ্ছেন। পাশের মানন্দ গ্রামের কৃষক ধনঞ্জয় সিংহও ১৯.৫ কুইন্ট্যাল ধান চাষ করছেন। আলু তোলার সময় সবাই চমকে উঠেছে। ৭০০৵৮০০ গ্রাম এক একটা আলু। খবর ছড়িয়ে পড়ায় জেলা প্রশাসন ও কৃষিবিভাগ

মাটি ও মানুষ

এসে পৌঁছয়। সবার সামনে আলু তুলে ওজন করে দেখা গেল প্রতি হেক্টর জমিতে ৭২.৯ টন আলু হয়েছে।

এসব কীভাবে করছেন জিজ্ঞাসা করা হলে সুমন্তকুমার জানালেন – 'আমাদের বাপ–দাদারা বলতেন, আমাদের আলু বোম্বাই পর্যন্ত যেত। আর লঙ্কা এক বিঘত পর্যন্ত হত – একথা শুনে আমার মনে হল আমরাও তো এরকম করতে পারি। ভাল ফসল ফলিয়ে আমরাও সবার মুখে হাসি ফোটাতে পারি। সেজন্য চাকরি ছেড়ে কিছু চেষ্টাচরিত্র করে ফসল ফলানোর একটা নতুন পদ্ধতির কথা জানতে পারি। তাহল মেডাগাস্কর বা শ্রীবিধি। কৃষি বিশেষজ্ঞদের থেকে সমস্ত তথ্য নিয়ে পাঁচ বছর আগে যখন শ্রীবিধি পদ্ধতিতে ধান চাষ শুরু করি তখন গ্রামের লোকেরা আমাকে পাগল বলতে শুরু করে। কিন্তু সেই বছরই এমন ধান হয়েছিল যে গ্রামের অন্যান্যরাও শ্রী পদ্ধতিতে চাষ করতে শুরু করে। ফলে সারা গ্রামে কৃষকের মুখে হাসি ফুটতে শুরু করে। সবার ঘরে ট্রাক্টর থেকে শুরু করে আধুনিক কৃষি–উপকরণ আসতে লাগলো।'

সুমন্ত কিন্তু আরও ভাবছিল। রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তাই জৈব সার তৈরি করে ব্যবহার করা শুরু করে। তাঁর কথায় – 'রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের বদলে আবর্জনা, গোবর, কেঁচো থেকে জৈব সার ও গোমুত্র থেকে কীটনাশক ব্যবহার করে আমি অনেক লাভান্বিত হয়েছি।' উল্লেখনীয় যে, ধান চাষ করার পারম্পারিক পদ্ধতিতে ধান রোয়ার সময় জলভরা জমিতে কাদা করে চার–পাঁচটি চারা একসঙ্গে রোপণ করতে হয়। কিন্তু শ্রীবিধিতে মাটি শুধুমাত্র ভেজা থাকলেই হবে। একটি একটি করে চারা ২৫ সেন্টিমিটার দূরে দূরে লাগাতে হবে। এই পদ্ধতিতে ধানের জমিতে পুঁজি, শ্রম ও জল তিনটিই কম প্রয়োজন হওয়ায় লাভ অনেক গুণ বেড়ে যায়। পৃথিবীতে এখন ৪০টি দেশ এই পদ্ধতিতে চাষ করছে।

খাদ্যের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে প্রধান খাদ্যই ভাত। এজন্য দরবেশপুরা গ্রামের সুমন্ত ও নীতিশ কৃষকদের নতুন পথ দেখিয়েছেন।

এই পদ্ধতিতে চাষ করে শুধুমাত্র নিজের নয়, অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে দেশের কৃষকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করল জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে ৫ জুন পালিত হল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই উপলক্ষে একটি সমৃদ্ধ আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন জীব বৈচিত্র নিয়ে কাজ করছে এমন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্থানীয় বিদালয়ের ছাত্রছাত্রী, বিজ্ঞানের শিক্ষক–শিক্ষিকা, গ্রাম সংসদের সদস্যগণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিশিষ্ট অতিথি পরিবেশবিদ জয়া মিত্র, ড. প্রণবেশ স্যানাল, অধ্যাপক সুভাষ মিস্ত্রী প্রমুখ আলোচনায় বক্তব্য রাখেন।

উক্ত সভায় সুন্দরবনে পরিবেশ নিয়ে কাজ করছ এমন ব্যক্তি, সংগঠন ও কমিউনিটি বেসড অরগানাইজেশনকে 'সুন্দরবন পর্যাবরণ পুরস্কার' দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। এই পুরস্কারের জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ অবধি নমিনেশন নেওয়া হবে। প্রত্যেক অতিথিকে 'সুন্দরী' গাছের চারা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। সমস্ত পরিবেশ নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলিকে সংগঠিত করে একটি সাধারণ মঞ্চ তৈরির অঙ্গীকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

আসতে পারে কিষান টিভি চ্যানেল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি বলেছেন যে, দেশে কৃষি ও সহজাত ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হলেও বিগত বছরগুলিতে গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জি.ডি.পি.) এই ক্ষেত্রের অবদান হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন যে, কৃষিক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার রয়েছে। অর্থনীতির বর্তমান বাধাবিপত্তিগুলি সত্ত্বেও শ্রী জেটলি আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, এই ক্ষেত্রের বিকাশে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। গত ৫ জুন নয়াদিল্লিতে কৃষিক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর প্রথম প্রাক বাজেট আলাপ–আলোচনায় অর্থমন্ত্রী একথা বলেন। আলোচনায় কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন, অর্থসচিব ডঃ অরবিন্দ মায়ারাম, ব্যয়সংক্রান্ত সচিব শ্রী রতন পি. ওয়াতাল, রাজস্ব সচিব শ্রী রাজীব টাকরু, কৃষি মন্ত্রকের সচিব শ্রী আশিস বহুগুণা সহ অর্থমন্ত্রকের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে একাধিক প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলির মধ্যে রয়েছে – কৃষকদের নতুন প্রযুক্তি, সরকারি কর্মসূচি ও গুণমানের মানদণ্ড সম্পর্কে সচেতন করতে একটি কিষাণ টিভি চ্যানেল চালু করা, সময়মতো ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত, সময়মতো ও কার্যকর নীতি রচনা, কৃষি পণ্যভিত্তিক পর্ষদ স্থাপন, জাতীয়স্তরে অগ্রাধিকারের বিষয় হিসেবে জল সংরক্ষণ, সেচ প্রকল্পগুলি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন, নদনদীগুলিকে যুক্ত করা, জাতীয় জল কর্তৃপক্ষ ও নদী উপত্যকা কর্তৃপক্ষ স্থাপন প্রভৃতি। এছাড়াও অন্যান্য প্রস্তাবগুলির মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, বিপণন প্রযুক্তি, প্রত্যেক পঞ্চায়েতে মৃত্তিকা পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, পশুপালনকে লাভজনক পেশায় পরিণত করা এবং কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মতো বিষয়গুলিও রয়েছে।

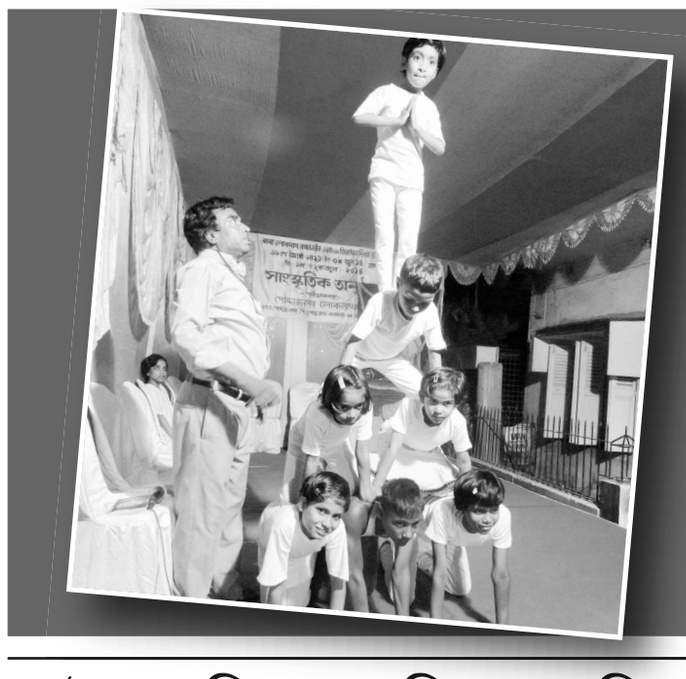

প্রিন্স আনোয়ারশাহ রোডের পোদ্দারনগর লোকনাথধামে ১ জুন থেকে ৩ জুন লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে প্রদর্শিত হয় শিশুদের অভিনব যোগা প্রদর্শনী। এছাড়াও ছিল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছবি: শ্রী তাপস

মাঙ্গলিকী

শুভ প্রত্যাশার আসর

কলকাতা প্রেমিক, ভারত বন্ধু, সংস্কৃতি মনস্ক বরিষ্ট ইংরেজ (বয়স ৮২, চিন্তা ভাবনায়, প্রতিদিনের কাজে তরুণ্য পূর্ণ প্রাণ ব্যক্তি) রণ চ্যাটবার্ন আবারও ৩ মাস কাটিয়ে গেলেন কলকাতায়। তাঁকে নিয়ে প্রথম সাহিত্য সংস্কৃতির আসর বসে সমৃদ্ধ লিটল ম্যাগাজিন শুভ প্রত্যাশার ব্যবস্থাপনায় – এজন্য অভিনন্দন পত্রিকার সম্পাদক, কবি ও বাচিক শিল্পী বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার মহাশয়কে। আর আড়ালে থেকে যিনি চা–জল পানের ব্যবস্থার মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে শুভ প্রত্যাশার পরিবার–সদস্য করে নিলেন, সেই সহঃসম্পাদিকা সোনালী নাগ মজুমদারকেও অভিনন্দন।

আসরে মোট ১৮ জন কবি, সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত ভাষণে বুদ্ধদেব বাবু জানালেন শুভ প্রত্যাশা পত্রিকা ১৩ বছরে পদার্পণ করল। অবশ্যই তাঁকে এজন্য অভিনন্দন জানাতে হয়, কারণ দৈনন্দিনের হাজার সাংসারিক সমস্যা সামলেও যাঁরা লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করে চলেন, তাঁরা এক অর্থে এই ঘুণ ধরা সমাজে আলোর দিশারী, সেকথা সকলকে মানতে হবে।

এদিন অনুপ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রসঙ্গীত উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবেই পরিবেশিত হল। তাঁর সঙ্গীত পরিবেশন ছিল এককথায় হৃদয়স্পর্শী। বরিষ্ট সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় রণ চ্যাটবার্ণের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রাক্তন সিভিল ইঞ্জিনিয়র রণ চ্যাটবার্ণ একজন সৌখিন জাদুকর, জাদু গবেষকও বটে। বিদেশি জাদু পত্রিকায় উভয়ের সৃষ্ট জাদুর খেলা প্রকাশের মাধ্যমেই অরুণবাবুর সঙ্গে রণের পত্র বিনিময় শুরু হয়। এরপর রণ ২০০৫–এ কলকাতায় আসেন অরুণবাবুর আমন্ত্রণে। রণ সাহিত্য প্রেমিকও বটে। তাই এখানে তিনি বিভিন্ন আসরে ইংরাজি কবিতার বই থেকে বিখ্যাত ইংরেজ কবিদের কবিতা পাঠ করেন, সেইসব কবিতা নিয়ে মননশীল আলোচনাও করেন। অপরদিকে গবেষণা ধর্মী, ধ্রুপদী জাদুর খেলাগুলি বিভিন্ন আসরেও দেখান। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি – কবিতা পাঠে, জাদুতে নিজেকে ঘরোয়া আসরে সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ব্যক্তি হিসেবেই তুলে ধরলেন। ভারতবর্ষের বিশেষ করে কলকাতার প্রাণখোলা, সংস্কৃতি মনস্ক মানুষজনের তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন, যে গুণ আজ পাশ্চাত্য জগতে মানুষজনের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য এদিন আসরে রণ চ্যাটবার্নের সব পরিবেশনই উষ্ণ করতালিতে ভূষিত হয়। রণ একজন দক্ষ পিয়ানো বাদকও বটে। আসরে এদিন হারমোনিয়ামে বাজিয়ে বিখ্যাত ইংরেজি গান 'হোয়াইট ক্লিফ' (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল গানটি) গানটি গেয়ে শোনালেন, যে গানের মাধ্যমে বিশ্বমানবিকতার কথাই ধ্বনিত হয়েছে। আসরের গোড়াতে অবশ্যই রণ চ্যাটবার্ণের হাতে পুস্পস্তবক তুলে দিয়ে সম্মান জানালেন বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, সঙ্গে রইলেন সাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল, দিলীপ কুমার দেব প্রমুখ। উষ্ণকরতালিতে রণ চ্যাটবার্ণ পেলেন সবার ভালবাসা। বিশেষ উল্লেখ্য, রণ এই নিয়ে পাঁচ বার কলকাতায় এলেন এখানকার সমৃদ্ধ সংস্কৃতির টানে।

এদিন শুভ প্রত্যাশা পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলেন তারুণ্য পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল। এরপর স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করলেন বিপ্লব বিশ্বাস, শেফালি সরকার, সুজিত দেবনাথ, সুব্রত সাহা, সুবল চন্দ্র দত্ত, বিশ্বনাথ দাস, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সুব্রতা সাহা 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গানের দুকলি গেয়ে রণ চ্যাটবার্ণকে স্বাগত জানালেন। পরে অনুপ ভট্টাচার্য স্বরচিত, স্বসুরাপিত উপভোগ্য আরও গান শোনান। রণ এদিন স্বরচিত ইংরাজি কবিতা শোনান। আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয় সুকুমার মণ্ডলের দুর্দান্ত রম্যরচনা পাঠ 'কমলাকান্তর গো দর্শন', আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে আসা সমীর কর্মকার শোনালেন স্বরচিত ইংরাজি কবিতা, বাংলা কবিতাও শোনালেন। কবিতার ধর্ম, আবৃত্তি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। এ বিষয়ে সুকুমার মণ্ডল সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। এই কলোনির পুরনো বাসিন্দা সোনারাম ব্যানার্জি অঞ্চলের পুরনো দিনের রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের স্মৃতিমেদুর স্মৃতিচারণা করেন। এক ফাঁকে বুদ্ধদেববাবু স্বরচিত কবিতা শোনান। এই ধরণের সাহিত্য সংস্কৃতির আসরের কতটা যে প্রয়োজন, সেটা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হল স্বনামখ্যাত কবি? দিলীপ কুমার দেবের ভাষণে। তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ। এই সাহিত্যসংস্কৃতি সভার অনুষ্ঠানের পিছনে নিঃশব্দে যিনি সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সেই কবি বিপ্লব বিশ্বাসকে বিশেষ অভিনন্দন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন সুকুমার মণ্ডল।

আসর ভাঙার মুখে অনেক দেরিতে এলেন আরও কিছু কবি, সাহিত্যিক। তখন মনে পড়ে গেল এই প্রতিবেদকের বহুদিন আগে দেখা একটি বাংলা চলচিত্রের শিরোনাম 'পথে হল দেরী'।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা: শব্দের ঝংকার

পত্রিকার নববর্ষ ও কবি প্রণাম সংখ্যা আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। পত্রিকার প্রচ্ছদ অলংকরণ অত্যন্ত আকর্ষনীয়। বিশ্বকবির একটি বিখ্যাত আলোক চিত্রের (বাল্মীকি প্রতিভা?) গ্রাফিক্স, এই সঙ্গে পাতাবাহারের চিত্রাঙ্কন বিশেষ প্রশংসনীয় শিল্পীমনের কাজ। পাতায় পাতায় পাতাবাহারের অলঙ্করন ও অতীব রুচিশীল।

এবারে পত্রিকার এই বিশেষ প্রকাশ যেন কবিতার ক্যালিডোস্কোপ। বহু উজ্জ্বল, বিবিধ রশের কবিতা রয়েছে, যার অনেকগুলি স্বভাবতই নববর্ষ ও রবিপ্রণাম মনন সমৃদ্ধ। তবে কয়েকজন কবির রচনা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয়। এরা হলেন কবিবর বিভু মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাস, অপর্ণা ঘোষাল, তাপস চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ দাস, প্রদীপ গুপ্ত, নিত্যানন্দ দাস, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝুনু ভৌমিক, বিশ্বনাথ সামন্ত, সুনীল

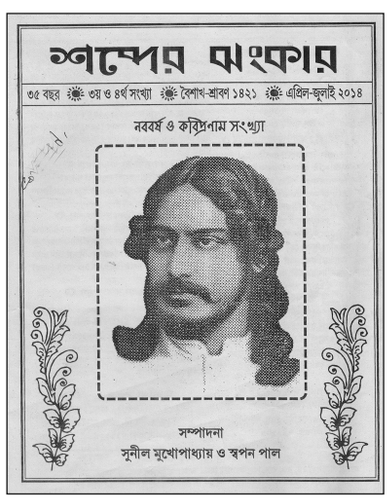

মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণেন্দু শেখর দাস, সঙ্গীতা দাস, পার্থ সেনগুপ্ত প্রমুখ। দুটি গদ্য রচনা আছে এই সংখ্যায়। একটি হল এক অনবদ্য স্মৃতিমেদুর অথচ 'একটা দাগ রেখে যা', সেই বাণীকেই উজ্জ্বল করে তোলা অনু জীবন কাহিনী "গদরী ও তাঁর পুত্র' – সশ্রদ্ধ অভিনন্দন লেখক ড. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন মহাশয়কে। অপর গদ্য রচনাটি হল অদিতি রায়ের 'খোলা জানালা'। এটি একটি 'রবি প্রণাম' অনুনিবন্ধ। এ লেখাটি স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রের রবীন্দ্রনাথ কেন্দ্রিক রচনা যেন। এছাড়া এই সংখ্যায় রয়েছে শব্দের ঝংকারসহ অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনের অনুষ্ঠান সংবাদ। পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাই হল শারদীয়া ১৪২১ সংখ্যা।

যুগ্ম সম্পাদক: সুনীল মুখোপাধ্যায় (৯৮৩০৩১৯৮২১), স্বপন পাল (৯৮৩১৫৮০৫৫৭)

ব্রাজিল বিশ্বকাপে নজর থাকবে যে দলগুলির দিকে

তিলক দাস

ফুটবলের মক্কা ব্রাজিলের মাটিতেই এ বছর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশ্ব ফুটবলের মহাযজ্ঞ। প্রতিবারের মতো এবারও হট ফেভারিট ব্রাজিল, স্পেন, আর্জেন্টিনার মতো বড় বড় দলগুলো। পিছিয়ে নেই নেদারলান্ড বা উরুগুয়ের মতো দলও। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই আবার বেলজিয়াম বা আইভার কোস্টকে ব্রাজিল বিশ্বকাপের কালো ঘোড়া হিসেবে দেখছেন। এখন দেখা যাক কোন দল কোথায় দাঁড়িয়ে। কোন দলের জয়ের সম্ভাবনা কতটা। এরকমই বিশ্বকাপের সবচেয়ে শক্তিশালী ১২টি দলের হদিশ দেওয়া হল লেখায়।

বিশ্বকাপের মঞ্চে হট ফেভারিট দলগুলি

১) স্পেন: তিকি তাকা। এটি ফুটবলের একটি বিশেষ স্টাইল। বিশ্ব ফুটবলে এই বিশেষ স্টাইলের প্রতিষ্ঠাতা অবশ্যই স্পেন। এই তিকি তাকার উপর ভর করেই বিগত ৬ বছর ধরে বিশ্ব ফুটবলকে শাসন করছে স্প্যানিশ আমার্ডা। ২০১০-এর বিশ্বকাপ ছাড়াও ২০০৮ এবং ২০১২ ইউরো কাপও রয়েছে এই দলটির দখলে। পরপর তিনটি বড় ইভেন্ট জয়ের নজির খুব কম দলেরই রয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্রাজিল বিশ্বকাপেও হট ফেভারিট ইউরোপের দলটি।

তিকি তাকার অর্থ নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট পাস খেলে বিপক্ষের অর্ধে পরপর আক্রমণ হানা। তাই স্পেনের বিরুদ্ধে বল পজিশন পেতেই হিমসিম খেতে হয় বিপক্ষ দলকে। স্পেনের মাঝমাঠে খেলা তৈরি করার দায়িত্বে থাকবেন ইনিয়েস্তা, জাভি, ফ্যাব্রেগাসের মতো তারকা ফুটবলাররা। আক্রমণে পেড্রো, নাভাস, আলবাদের গতি স্পেনের খেলায় অন্য মাত্রা যোগ করে। তবে এই বিশ্বকাপে কোচ ডেল বস্কির প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠতে পারেন স্পেনেরগোল মেশিন দিয়েগো কোস্তা। গোলপোস্টে ভরসা জোগাবেন ইসের ক্যাসিয়াসও।

এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে ধনী দলও স্পেন। দলে বেশ কয়েকজন বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের ফুটবলার রয়েছেন। সেই হিসেবে অন্যান্য দলের থেকে অনেকটাই এগিয়ে ডেল বস্কির দল। স্পেনের মোট অর্থ মূল্য দাঁড়াচ্ছে ৬৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ডলার।

দুর্বলতা: খেলায় বৈচিত্র থাকলেও প্রতি ম্যাচে গোলের নিরিখে অনেকটা পিছিয়ে স্প্যানিশ স্ট্রাইকাররা। তাছাড়া দিয়েগো কোস্তা সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায় চিন্তা বেড়েছে স্পেনের কোচের।

সেরা বিশ্বকাপ সাফল্য – চ্যাম্পিয়ন (২০১০)।

২) আর্জেন্টিনা: দলে তারকার ছড়াছড়ি। বিশ্বের সেরা আক্রমণ ভাগ বললেও ভুল বলা হবে না। বিপক্ষের রক্ষণকে ধ্বংস করে গোল করার ক্ষেত্রে দলের সবচেয়ে বড় ভরসা লিওনেল মেসি। বিশ্বের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেওয়ার জন্য রয়েছেন সার্জিও অ্যাগুয়েরো, গঞ্জালো হিগুয়েনরা। তবে শুধু আক্রমণ ভাগই নয়, মাঝমাঠেও বেশ শক্তিশালী আর্জেন্টিনা। কোচ আলেজান্দ্রো সাবেলার কাজ অনেকটাই সহজ করে দিতে পারেন দিমারিয়া, লাভেসির মতো মিডফিল্ডাররা। শেষ মরসুমে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ডিফেন্সকে নির্ভরতা জুগিয়েছেন পাবলো জাবালেতা। বিপক্ষের আক্রমণকে প্রতিরোধের জন্যে তাঁর দিকেই তাকিয়ে থাকবেন আর্জেন্টিনা কোচ।

সবচেয়ে দামি দলগুলির তালিকার দু'নম্বরে রয়েছে আর্জেন্টিনা। দলে মেসির মতো তারকা ফুটবলার রয়েছেন। রয়েছেন অ্যাগুয়েরো, সাবালেতার মতো ম্যান সিটির ফুটবলার। দি' মারিয়াও খেলেন রিয়াল মাদ্রিদ-এ। আর্জেন্টিনার মোট আর্থিক মূল্য ৬৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ডলার।

দুর্বলতা: চোটের জন্য দলের বাইরে রয়েছেন ফার্নান্দো গাগো। তাঁর অনুপস্থিতি মাঝমাঠে দলকে দুর্বল করবে। তারকা স্ট্রাইকার কার্লোস তেভেজকেও দলে সুযোগ দেননি সাবেলা। তাঁর এই সিদ্ধান্ত সমস্যায় ফেলতে পারে দলকে।

বিশ্বকাপ সাফল্য – চ্যাম্পিয়ন ২ (১৯৭৮, ১৯৮৬)।

৩) ব্রাজিল: দলের প্রধান ভরসা নেইমার। ইতিমধ্যেই তাঁর ফুটবল প্রতিভা মুগ্ধ করেছে গোটা বিশ্বকে। এটাই তাঁর প্রথম বিশ্বকাপ। নিজের অভিষেক বিশ্বকাপ জিতে মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোদের পিছিয়ে ফেলতে চান এই তরুণ ফুটবলার। মাঝমাঠে পাওলিনহো, অস্কারদের ফুটবল স্কিলও তাক লাগাতে পারে গোটা বিশ্বের ফুটবল প্রেমিদের। দানি আলভেজের গতি এবং রক্ষণে থিয়েগো সিলভার নির্ভরযোগ্যতা সমস্যায় ফেলতে পারে বিপক্ষের কোচকে।

সবচেয়ে মূল্যবান দলগুলির তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। ৯ কোটি ২২ লক্ষ ডলারে বার্সেলোনা গিয়েছিলেন নেইমার। এছাড়াও দলে রয়েছেন প্যারিস সাঁ জাঁর থিয়েগো সিলভা, চেলসির লুসি, অস্কাররাও। তাই ব্রাজিলের মোট অর্থমূল্য দাঁড়িয়েছে ৬৪ কোটি ৩০ লক্ষ।

দুর্বলতা: নেইমার থাকলেও ফ্রেড বা হাল্ককে বিশ্বমানের স্ট্রাইকার বলা চলে না।

সেরা বিশ্বকাপ সাফল্য – চ্যাম্পিয়ন ৫ (১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪, ২০০২)।

৪) জার্মানি: ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের দু'নম্বর দল। ২০১৪ বিশ্বকাপের অন্যতম দাবিদার। কোচ হিসেবে লো দায়িত্ব নেওয়ার পর দল অনেকটাই তারুণ্য নির্ভর হয়ে উঠেছে। সবসময়ের মতো এবারও জার্মানির প্রধান অস্ত্র লিগত সংহতি। ফুটবল বিশ্বে 'দি মানশাফট' বা 'দি টিম' নামে খ্যাত জার্মানি দল। ওজিল, ঘোদিরাদের মাপা পাসের পাশাপাশি বিপক্ষের রক্ষণে ভয়ের সঞ্চার করতে পারেন মারিও, মার্কো, আন্দ্রে শালা, টনি ক্রুসরাও। মাঝমাঠে লো-এর সবচেয়ে বড় ভরসা হয়ে উঠতে পারেন টমাস মুলার এবং সোয়াইন স্টেইগার।

সবচেয়ে মূল্যবান দলগুলির মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে জার্মানি। দলের প্রায় সব ফুটবলারই বড় ক্লাবে খেলে। তাই দলের আর্থিক মূল্য দাঁড়াচ্ছে ৬১ কোটি ৪৭ লক্ষ ডলার।

দুর্বলতা: বিশ্বকাপের মূল পর্বে ডিফেন্স নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে লো-কে।

সেরা বিশ্বকাপ সাফল্য – চ্যাম্পিয়ন ৩ (১৯৫৪, ১৯৭৪, ১৯৯০)

৫) ফ্রান্স: বিশ্বকাপজয়ী কোচ দিদিয়ের দেশ'র ফরাসী দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য পাস, ড্রিবলিং, উইংয়ের অসাধারণ ব্যবহার। রক্ষণে কসিয়েলনি, ডারানদের পাশাপাশি আক্রমণ বিভাগে রয়েছেন জিরু, বেনজিমারা। তবে মাঝমাঠে পোগবা থাকলেও চোটের কারণে রিবেরি ছিটকে যাওয়ার পর বেশ বিপাকে ফ্রান্স।

বেনজিমা, ভারান, এভারা বড় দলে খেলার জন্য সবচেয়ে দামি দলগুলি মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে ফ্রান্স। মোট অর্থমূল্য ৫৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ডলার।

দুর্বলতা: দেশ-এর দলে সুযোগ হয়নি ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তারকা ফুটবলার সমীর নাসরির। এবার চোটের কারণে ছিটকে গেলেন দলের অন্যতম ভরসা রিবেরি। এই দু'জনের অনুপস্থিতিতে ভুগতে পারে দল।

সেরা বিশ্বকাপ সাফল্য – চ্যাম্পিয়ন ১ (১৯৯৮)

৬) ইংল্যান্ড: দল গড়ার ক্ষেত্রে তারুণ্যকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন ইংল্যান্ড কোচ রয় হজসন। স্টারলিং, অক্সলেজদের গতির সামনে হারতে হতে পারে যে কোনও দলের ডিফেন্সকে। কোচের প্রধান অস্ত্র ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড স্ট্রাইকার ওয়েন রুনি। তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য রয়েছেন স্টারিজও। ল্যাম্পার্ড, জেরার্ডদের পাশাপাশি অ্যাডাম লালানা, জ্যাক উইল শাররাও মাঝমাঠে হজসনের ট্রামকার্ড হয়ে উঠতে পারেন।

জেরার্ড, রুনি, ল্যাম্পার্ড, স্টারিজদের উপস্থিতি দলের দাম অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। দলের মোট অর্থমূল্য দাঁড়িয়েছে ৪৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ডলার।

দুর্বলতা: থিও ওয়ালকটের অনুপস্থিতি ভোগাতে পারে দলকে। হজসনের রক্ষনাত্মক ফুটবলও দলের দুর্বলতা হয়ে দেখা দিতে পারে।

সেরা বিশ্বকাপ সাফল্য – চ্যাম্পিয়ন ১ (১৯৬৬)।

৭) বেলজিয়াম: দলে প্রতিভার অভাব নেই। গোলের সামনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন দলের প্রধান স্ট্রাইকার লুকাকু। মাঝমাঠে খেলা তৈরি করার দায়িত্বে থাকবেন ইউরোপ কাঁপানো ইডেন হ্যাজার্ড। নজর থাকবে ভিনসেন্ট কোম্পানির দিকেও। কোচ মার্ক উইলমটসের দাবি, ম্যাচের দিন নিজেদের সেরাটা দিতে পারলেই তাদের আটকাতে সমস্যায় পড়তে হবে বিপক্ষ দলকে। বেলজিয়ামের জার্সিতে এবার চমক দিতে তৈরি ম্যান ইউ-এর আদনান জানুজাইও।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দাপিয়ে বেড়ান দলের অন্যতম ফুটবলার ভিনসেন্ট কোম্পানি, হ্যাজার্ডরা। তাই সব চেয়ে দামি দলগুলি মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে বেলজিয়াম। দলের মোট অর্থমূল্য দাঁড়িয়েছে ৪৬ কোটি ৩৫ লক্ষ।

দুর্বলতা: বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চের চাপ সামলানোর ক্ষমতা নেই দলের ফুটবলারদের।

সেরা বিশ্বকাপ সাফল্য – চতুর্থ (১৯৮৬)।

৮) ইতালি: নিজেদের রক্ষণাত্মক ফুটবলের জন্য বিশ্বখ্যাত আজুরিরা। তবে ইতালির বর্তমান কোচ প্রান্দোলি অবশ্য রক্ষনাত্মক ফুটবলে বিশ্বাস করেন না। তাঁর কোচিংয়ে বেশ সফল আজুরিরা। দলের প্রধান ভরসা মারিও বালাতেলি ও পিরলো। নিজের ছন্দে থাকলে যে কোনও দলকে একাই শেষ করে দিতে পারেন বালাতেলি।

অন্যদিকে ইতালির জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন পিরলোও। তাঁর ফ্রি-কিক যে কোনও দলেরই ঘুম উড়িয়ে দিতে পারে।

দলের এই প্লে-মেকাররাই গত ইউরোতে ইতালিকে ফাইনালে তুলেছিল। তাই এবার তাঁদের কাঁধে ভর করে বাজিমাত করতে চাইছেন কোচ প্রান্দোলি।

বালাতেলি, পিরলো বড় ক্লাবে খেলায় বিশ্বকাপের সব থেকে দামি দলগুলোর তালিকায় অষ্টম স্থানে রয়েছে ইতালি। দলের মোট অর্থমূল্য দাঁড়িয়েছে ৪৪ কোটি ৪৬ লক্ষ।

দুর্বলতা: বালাতেলির মাথা ঠাণ্ডা না থাকলে সমস্যায় পড়তে হবে ইতালিকে। তাঁর মাথা গরম করা স্বভাবের জন্য আগেও বারবার বিপাকে পড়তে হয়েছে দলকে।

সেরা বিশ্বকাপ সাফল্য – চ্যাম্পিয়ন ৪ (১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৮২, ২০০৬)।

৯) পর্তুগাল: ব্যালন ডিও জয়ী ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোই দলের সবচেয়ে বড় ভরসা। তাঁর কাঁধে ভর করেই প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছে পর্তুগাল। তবে কোচ পাউলো বেন্তুর সবচেয়ে বড় চিন্তা ডিফেন্স নিয়ে। মাঝমাঠে দলের বড় ভরসা জুয়াও মোতিনহো। চমক দিতে পারেন যাবিও কোয়েনত্রা, পেপেও।

রিয়াল মাদ্রিদে রোনাল্ডোর মূল্য ১৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ডলার। তাছাড়া পেপে, কোয়েনত্রাও বড় ক্লাবে খেলেন। সবচেয়ে দামি দলগুলির মধ্যে নবম স্থানে পর্তুগাল। দলের মোট অর্থমূল্য দাঁড়িয়েছে ৩৯ কোটি ৫৮ লক্ষ।

দুর্বলতা: অতিরিক্ত রোনাল্ডো নির্ভরতাই ডোবাতে পারে দলকে।

সেরা বিশ্বকাপ সাফল্য – তৃতীয় (১৯৬৬)।

১০) উরুগুয়ে: দলের দায়িত্বে অস্কার তাবারেজ।

দীর্ঘদিন ধরে দলের দায়িত্বে তিনি। তাই দলের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে যথেষ্ট ধারনা রয়েছে তাঁর। দলের আক্রমণভাগে লুইস সুয়ারেজ এবং ফোরলানের উপস্থিতি বিপক্ষে থাকা যে কোনও দলের কাছেই চিন্তার কারণ। গত বিশ্বকাপে ফোরনালের অলরাউন্ড দক্ষতা নজর কেড়েছিল সমস্ত ফুটবল প্রেমীর। উরুগুয়ের বিশ্বকাপভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করছে এই দু'জন ফুটবলারের দিকে। নজর থাকবে ছন্দে থাকা এডিনসন কাডানির দিকেও।

দুর্বলতা: ডিফেন্স নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে দলের কোচ তাবারেজকে।

সেরা বিশ্বকাপ সাফল্য – চ্যাম্পিয়ন ২ (১৯৩০, ১৯৫০)।

১১) নেদারল্যান্ড: দলে রয়েছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার রবেন। বায়ার্ন মিউনিখে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন তিনি। এবার দেশকে বিশ্বকাপ এনে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। মাঝমাঠে দলের প্রধান ভরসা রবেন।

আক্রমণভাগের নেতৃত্ব দেবেন ইয়ান জুন্টেলার। কোচ লুই ফান গালের অভিজ্ঞতা ও খেলার ধরনই ফেভারিট করে তুলেছে নেদারল্যান্ডকে।

অতীতে বারবার চমক দিয়েও কোনও দিন বিশ্বকাপ ঘরে তুলতে পারেনি ডাচরা। তাই অনেকেই বলেন, নেদারল্যান্ড সবচেয়ে শক্তিশালী দল যারা কখনও বিশ্বকাপ জেতেনি। এবার সেই আফশোসই মেটাতে চান কোচ ফান গাল।

দুর্বলতা: সেরকম ছন্দে নেই ফান পার্শি। চোটের কারণে স্ট্রটমানের অনুপস্থিতিও চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

সেরা বিশ্বকাপ সাফল্য – রানার্সআপ ৩ (১৯৭৪, ১৯৭৮, ২০১০)।

১২) আইভরি কোস্ট: এই দলটির সবচেয়ে বড় ভরসা অবশ্যই ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মিডফিল্ডার ইয়াইয়া তোরে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটির হয়ে গত মরশুমে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন তোরে। বিশ্বকাপে সাফল্যের জন্য তাঁর দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন আইভরি কোস্টের সমর্থকরা। স্ট্রাইকার লাইনে গালাতসারের তারকা স্ট্রাইকার দিদিয়ার দ্রোগবার উপস্থিতিও সমস্যায় ফেলতে পারে বিপক্ষ দলকে।

দুর্বলতা: রক্ষণের দুর্বলতাই চিন্তায় রাখছে কোচ সাব্রি লামুশিকে। কোলো তোরের অফ ফর্মও চিন্তায় রাখছে টিম ম্যানেজমেন্টকে।

সেরা পারফরম্যান্স: সেরকম কোনও সাফল্য নেই। ২০০৬, ২০১০ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছিল আইভরিকোস্ট। দু'বারই গ্রুপ স্টেজ থেকে ছিটকে যায় এই দল।

বিশ্বকাপ জ্বর বাড়ছে কলকাতাতেও। ছবি: অরুণ লোধ

ক্রমশ তারকাহীন হয়ে পড়ছে এবারের বিশ্বকাপ

অর্পন মণ্ডল

বিশ্ব ক্রীড়াজগতে অলিম্পিক গেমসকে বলা হত 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'। কিন্তু বর্তমানে এই তকমাটিকে নিজের দখলে নিয়ে ফেলেছে বিশ্বকাপ ফুটবল। ১৯৩০-এর উরুগুয়ে থেকে ২০১৪'র ব্রাজিল- দীর্ঘ ৮৪ বছর ধরে বিশ্বকাপের জনপ্রিয়তা অটুট রয়ে গিয়েছে। অসামান্য দক্ষতায় মানুষের মন জয় করে এসেছেন বিভিন্ন তারকারা। এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলও কোনও ব্যতিক্রম নয়। পাড়ার চায়ের দোকান থেকে শুরু করে কলেজ ক্যান্টিন, খেলার মাঠ থেকে শুরু করে মহাকরণ সব জায়গাতেই এখন আলোচনার মূল বিষয় বস্তু কিন্তু একটাই - বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৪।

কিন্তু যতই ফুটবল জ্বরে কাঁপুক বিশ্ববাসী, একটা ব্যাপারে কাঁটা খচখচ করছে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। যত দিন যাচ্ছে এবারের ব্রাজিল বিশ্বকাপ ততটাই তারকাহীন হয়ে পড়ছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও সত্যি যে এবারের বিশ্বকাপে তারকা ফুটবলারদের বাদ পড়ার হিড়িক লেগেছে। দিনের পর দিন বিভিন্ন কারণে একের পর এক তারকা ফুটবলাররা হারিয়ে যাচ্ছেন বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে। এদের মধ্যে কেউ চোট পাচ্ছেন, কেউ বাদ পড়ছেন, কারুর দল আবার বিশ্বকাপের যোগ্যতাই অর্জন করতে পারেনি।

এ ব্যাপারে সবার আগে যার নাম উঠে আসে তিনি হলেন সুইডেনের জালটান ইব্রাহিমোভিচ। বিখ্যাত এই ফরোয়ার্ড-এর এবছর গোটা মরশুমটাই দারুণ কেটেছে। ফরাসি লিগে প্যারিস সাঁ জাঁ'র হয়ে একের পর এক অবিশ্বাস্য গোল করে বার বার শিরোনামে উঠে এসেছেন ইব্রা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পর্তুগালের কাছে প্লে-অফ ম্যাচে হেরে বাছাই পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয় ইব্রাহিমোভিচের দেশ সুইডেনকে। ইব্রার মতোই আরেক জনপ্রিয় তথা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দামী ফুটবলার গ্যারেথ বেলকেও বিশ্বকাপে দেখতে পাবেন না ফুটবলপ্রেমীরা। রিয়াল মাদ্রিদের সুপারস্টার

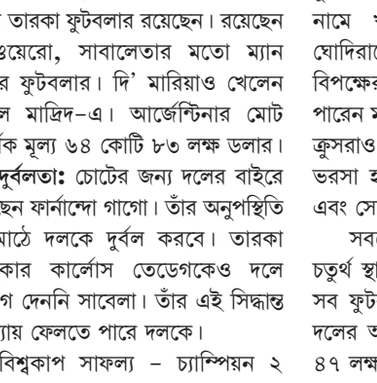

গ্যারেথ বেল

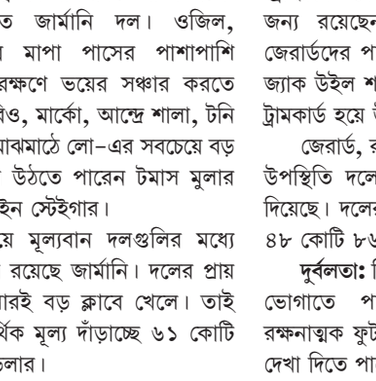

রিবেরি

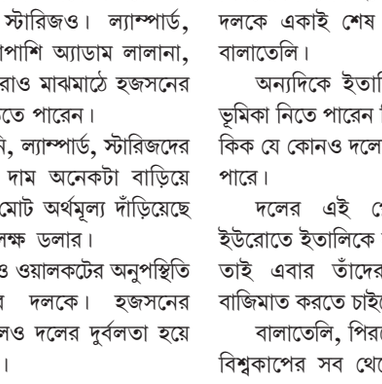

জালটান ইব্রাহিমোভিচ

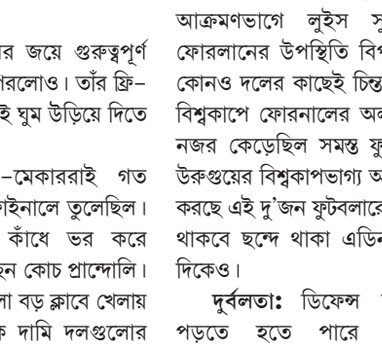

ফালকাও

বেলে'র দেশ ওয়েলেশ ও এবারে বাছাই পর্বের গণ্ডি টপকাতে পারেনি। শুধু বাছাই পর্বের ব্যর্থতাই নয়, এবছর ফুটবল বিশ্বকাপে বেশ কিছু তারকাকে দল থেকে বাদ দিয়েছেন তাদের কোচরা। এক্ষেত্রে সবার আগে নাম আসে ফ্রান্সের সমীর নাসরি'র। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ এনে তাকে এবারের বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ দিয়েছেন ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেঁশ। একইভাবে আঘাতের কারণে। সবথেকে বড় আঘাতটা পেয়েছেন ফ্রান্সের সমর্থকরা। ফরাসিদের আশা আকাঙ্খা যাকে ঘিরে ছিল সেই ফ্রাঙ্ক রিবেরি চোটের কারণে দল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই পিঠের ব্যাথায় ভুগছিলেন রিবেরি। দলের সেরা ফুটবলারের জন্য শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন কোচ। কিন্তু শেষমেশ অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় রিবেরি নিজেই সরে দাঁড়ালেন। বেশ কয়েকবছর ধরেই ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলছিলেন রিবেরি। ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার তালিকাতেও তিনি ছিলেন তৃতীয় স্থানে। তাই তাকে ঘিরেই ১৯৯৮-এর পর আবার বিশ্বজয়ী হবার স্বপ্ন দেখছিলেন ফরাসিরা। কিন্তু রিবেরির চোট তাদের সেই স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করে দিয়েছে। রিবেরির মতোই আরেক তারকা কলম্বিয়ার রাদামেল ফালকাও ও চোট পেয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। 'এল টাইগ্রে' নামে খ্যাত এই ফুটবলার জানুয়ারি মাস থেকেই চোটে ভুগছিলেন। অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে মাঠের বাইরেই কাটাতে হচ্ছে ফালকাওকে। রিবেরি, ফালকাও-এর মতই চোটের বলি হয়ে বিশ্বকাপের বাইরে চলে যেতে হল জার্মানির নির্ভরযোগ্য ফুটবলার মার্কো রিউস-কে। শুধু এরাই নন, আরও বেশ কিছু তারকা খেলোয়াড় চোট আঘাতে ভুগছেন। স্পেনের দিয়াগো কোস্তা, উরুগুয়ের লুসি সুয়ারেজ, নেদারল্যান্ডের ফান পার্সির মতো তারকারা এখনও পর্যন্ত ১০০ শতাংশ নিশ্চিত নন এবারের বিশ্বকাপে। সর্বোপরি 'ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার' পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও হাঁটু ও উরুর চোটে ভুগছেন। শেষমেশ তিনি কত শতাংশ ফিট হয়ে মাঠে নামবেন, সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা চলছে। বিশ্বকাপ ফুটবলে তারকারা বরাবরই নিজেদের উজাড় করে দেন। কিন্তু এবছর একের পর এক তারকা খেলোয়াড় চোটের বলি হয়ে যাওয়ায়, বিশ্বকাপে যে কিছুটা জৌলুস হারিয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে বিশ্বকাপ তারকাদের জন্ম দেয়। পেলে, মারাদোনা, রোনাল্ডো, জিদানদের বিশ্বকাপই চিনিয়েছে। তাই এবারের বিশ্বকাপ আবার নতুন কোনও তারকার জন্মভুমি হয়ে উঠুক, সেই আশাতেই বুক বাঁধছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

বিশ্বকাপের খুঁটিনাটি

- এটি ২০তম ফুটবল বিশ্বকাপ।
- দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্বে ব্রাজিল। ১৯৫০ সালে প্রথমবার বিশ্বকাপ হয়েছিল ব্রাজিলে।
- মোট অংশগ্রহণকারী দেশ ৩২।
- মোট ম্যাচ ৬৪।
- বলের নাম ব্রাজুকা।
- প্রথম বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেয়েছে দুটি দেশ. বসনিয়া এ হেরজেগোভিনা।
- আয়োজনের মোট খরচ ৩৪০০ কোটি টাকা। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দল পাবে যথাক্রমে ২০০ কোটি এবং ১৫০ কোটি টাকা।
- ব্রাজিলের ১২টি স্টেডিয়ামে খেলা হবে - ১) রিওডি জেনেইরো, ২) ব্রাসিলিয়া, ৩) সাওপাওলো, ৪) ফোর্তালেজা, ৫) বেলো হরিজন্ত্রে, ৬) পোতো আলেগ্রে, ৭) মালভাদর, ৮) রেসিফে, ৯) কুইয়ারা, ১০) মানাউস, ১১) নাতাল, ১২) কুরিতিবা।
- উদ্বোধনী ম্যাচ হবে সাও পাওলোতে। ১৯৫০ সালের পর দ্বিতীয়বার ফাইনাল আয়োজন করতে চলেছে মারাকানা স্টেডিয়াম।
- ম্যাসকট ফুলেফা। ব্রাজিলের লুপ্তপ্রায় প্রাণী আমাদিলোকে অনুসরণ করে তৈরি
- প্রথমবার গোললাইন প্রযুক্তি ব্যবহার হবে। এর ফলে গোল হলেই রেফারির হাতঘড়িতে সঙ্কেত পৌঁছে যাবে। ফলে গোল বোঝা যাবে।
- ৪৩ দেশের ৩৩ জন রেফারি এবং ৫৭ জন সহকারি বিশ্বকাপ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন।
- থিম সং গেয়েছেন জেনিফার লোপেজ এবং পিট বুল।

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।